বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন

প্রিন্সিপাল মাওলানা
বেগম নূরজাহান আকবর

বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন

প্রিন্সিপাল মওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন

প্রিন্সিপাল মওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

ই· ফা· বা· প্রকাশনা ঃ ১৫২৭

ই· ফা· বা· গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭·৭০৯৫৪৯২

প্রকাশকাল ঃ

মাঘ ১৩৯৪

জমাদিউস সানি ১৪০৮

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ

মুহম্মদ লুৎফুল হক

প্রকাশনা পরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ ঃ

সেলিনা আখতার

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ তের টাকা।

BANGLADESHEY MOHILA MADRASAH ANDOLON : Women's Madrasah Movement in Bangladesh by Principal Moulana Nurjahan Akbar and published by Muhammad Lutful Haque Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka. February 1988

Price : Tk. 13.00 Us. Dollar 1.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামের প্রথম যুগে জ্ঞানচর্চা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নারীদের ভূমিকা অগ্রগামী ছিল। নর-নারী উভয়ের জ্ঞান অর্জনকে হাদীসে ফরয হিসাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই দেখা যায়, প্রথম যুগের মুসলমান পুরুষরা যেমন জ্ঞান সাধনায় উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের পাশাপাশি মুসলিম নারীরাও এ ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কালের আবর্তে এক সময় তাতে ভাটা পড়ে। জ্ঞানচর্চা এবং বিশেষ করে দ্বীনি ইল্‌ম চর্চায় মুসলিম নারীরা অনেক পিছনে পড়ে যায়। মাদ্রাসাগুলোও হয়ে পড়ে শুধুমাত্র পুরুষদেরই শিক্ষা কেন্দ্র। এদেশে বর্তমানে সার্বিক ইসলামী পুনর্জাগরণের চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে মহিলা মাদ্রাসাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

'বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন' বইটিতে অতীতের এ ঐতিহ্যের পাশাপাশি বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কর্মধারার তথ্য রয়েছে। এটি এ বিষয় সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আমাদের ধারণা।

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা বাণী

মাশাআল্লাহ ! আমি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল ফাদিলা বেগম নূরজাহান (এম. এম. এম. এ)-এর প্রতিভা ও আরবী শিক্ষার কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়েছি। মহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষায় তাঁর অবদান অতুলনীয় প্রশংসার দাবী রাখে।

তাঁর বিরচিত "বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন" পান্ডুলিপিখানা দেখে খুশী হলাম। আল্লাহ তা'আলা এটাকে কবুল করুন, এ দোয়া করি এবং আমি বাংলাদেশের মহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মহিয়সী মহিলাকে কবুল করুন। তাঁকে দীর্ঘজীবন দান করুন এবং মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনের জন্য তাঁকে প্রচুর তৌফিক দান করুন।

সৈয়দ আবদুল আহাদ আল মাদানী
ইমাম ও খতিব
শাহী জামে মসজিদ
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

চট্টগ্রামস্থ হাইলধর মহিলা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর ইসলামী নারী জাগরণের উপর দেশের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

বেগম নূরজাহান আকবর এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মাওলানা।

সম্প্রতি তিনি দেশে মহিলাদের ইসলামী শিক্ষায় "মহিলা মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি পাণ্ডুলিপি লিখেছেন দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি। তাঁর এ পুস্তক পাঠের মাধ্যমে মুসলিম মহিলারা নিঃসন্দেহে ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবেন। আমি সর্বমহলকে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

তাঁর এ প্রচেষ্টা স্বার্থক হোক এ কামনা করি।

এ. আ. আজিজ খান
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

"ফাদিলা নূরজাহান" কর্তৃক রচিত বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন-এর পান্ডুলিপি পড়ে যারপরনাই আনন্দবোধ করলাম। বাংলাদেশের মহিলা সমাজকে মূর্খতার অন্ধকার ও কুশিক্ষার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে এ গ্রন্থটি পথের দিশা রূপে ব্যবহার করা যাবে। কাল বিলম্ব না করে গ্রন্থখানি ছাপানো হোক এবং বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মহিলাদের পাক পবিত্র হাতে তুলে দেয়া হোক.....এ কামনা করি।

বাংলাদেশের একজন বিরল, বিদুষী দ্বীনি ইল্‌ম সম্পন্না মহিলা হিসেবে নূরজাহানকে গুণগতভাবে যথার্থ জ্ঞানী অর্থাৎ "ফাদিলা" বলে বিবেচনা করা যায়। মুসলিম মহিলাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সাধনাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাকে আমরা "ফাদিলা" বলে সম্বোধন করব।

বাংলাদেশের ইসলামী মহিলা শিক্ষা আন্দোলনকে উত্তরোত্তর সাফল্য মন্ডিত করার তৌফিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে প্রদান করুন। আমীন।

প্রফেসর ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
ও
প্রাক্তন-মহা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা সব সময়ই বলেন, "আমার মেয়ে আরবী ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবে।" এমন কি আমার মেয়ে আদলুন ও ফাতহুনকে দুনিয়া ও আখিরাতের সেরা হবার দোয়াও করেন।

সেই আব্বা-আম্মার উপরই এ আন্দোলনের সকল সওয়াব বর্ষিত হোক। আমীন।

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই—তবুও আমার জীবনের উদ্দেশ্য, সাধনা এবং আমরণ মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার ইচ্ছা ও শক্তি সামর্থ্য থাকার কামনা করছি পরম করুণাময়ের কাছে।

অনেক দেরীতে হলেও এদেশে বহু মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হবার পথ উন্মুক্ত হয়েছে ইনশাআল্লাহ এবং মহিলাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ায় আল্লাহ তা'আলার কাছে লাখো শুকরিয়া—। মূলতঃ মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ও সাধনা। এ পথে নানাবিধ সংকট ও পাহাড় সমান সমস্যা আছে। আছে অনেক বাধা-বিপত্তি। তবুও শতাধিক মহিলা মাদ্রাসা গত তিন বছরে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহিলাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারী জাতির কারণে ঘটছে অহরহ নানা প্রকৃতির ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃংখলা। ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিতা নারী জাতি তাই বেপর্দা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত। কিন্তু এদের জন্যে অতীতে কোন দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও ছিল না। নারী জাতির শিক্ষার জন্যে অবশ্যই নায়েবে রসূল বা আলেম সমাজকে আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার পিছনে রয়েছে নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্যে আরো প্রচুর মহিলা মাদ্রাসা গড়ে উঠুক এবং তাতে এ পুস্তিকার স্বার্থকথা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এ পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ায় অত্যন্ত খুশী হলাম এবং এজন্য আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে শোকর গুজার করছি। আল্লাহ্‌তা'আলা এদেশে অজস্র মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার দোয়া কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

প্রভুর নামে পড়ো ৪

ইলম শিক্ষা করা ফরজ-ই-আইন ৬

নর-নারীর ইলমে দ্বীন শিক্ষা ১০

নারী সমাজের বাস্তব চিত্র ২৪

দ্বীনের ইলম প্রকাশ ও প্রচার ওয়াজেব এবং গোপন করা কঠিন হারাম ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী শিক্ষা যুগে যুগে ৩১

রসূলের (সঃ)-এর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ৩১

সুফ্‌ফার মাদ্রাসা ৩২

রসূলের (সাঃ) এর আমলে পাঠ্য বিষয় ৩৩

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ৩৩

উমাইয়া ও আব্বাসীয়া যুগে নারী শিক্ষা ৩৫

দু'জন উদারপ্রাণা মহিলা ৩৫

কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলিম মহিলা শিক্ষাবিদ ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

নারীর জন্য ভিন্ন তালীম ৩৮

বাংলাদেশের কয়েকটি বালিকা/মহিলা মাদ্রাসা ও মজলিশ ৪১

মসজিদ ও খানকাহ্‌ ৪৪

মসজিদ ভিত্তিক বালিকা মাদ্রাসা ৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

দরসে নিজামিয়ার ইতিহাস ৫০

দরসে নিজামিয়ার বৈশিষ্ট্য ৫০

দরসে নিজামিয়ার সিলেবাস ৫১

দরসে নিজামিয়ার পরবর্তী সিলেবাস ৫২

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মহিলা মাদ্রাসা গৃহ	৫৩
মাদ্রাসার ছাত্রীদের আদব	৫৪
মহিলা মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি	৫৬
মাদ্রাসার চাঁদা আদায় উপ-কমিটি	৫৮
ওয়াজ/উদ্বুদ্ধকরণ কমিটি	৫৮
মাদ্রাসা পরিচালক	৫৯
মাদ্রাসার অধ্যক্ষা বা প্রধান	৬০
মহিলা পাঠাগার/কুতুবখানা	৬১
প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী	৬৩
বয়স্কাদের মজলিশে তালিমের পাঠ্যসূচী	৬৫
আদর্শ জননী হতে হলে	৬৭
আদর্শ জননীর কাজ	৬৮

www.pathagar.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াল, আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

অর্থাৎ : "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়াল। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছে। তাদের পথ নয়—যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ الْعَصْرِ

"সময়ের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। ঐসব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, একে অপরকে হক কথার উপ-

www.pathagar.com

দেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে সবর করার উপদেশ দিয়েছে"। (ছুরা আসর)

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে বলছেন—সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কি দেখছ? সময় তার আপন গতিতে বয়ে যাচ্ছে। তোমার জীবনকে সময়ের সাথে তুলনা কর। কি দেখছ? তোমার জীবন স্থির রয়েছে? সময়ের সাথে সাথে তার আয়ু কমে যাচ্ছে একই গতিতে। তাই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে ও সৎ কর্মে নিজেদেরকে নিবিষ্ট রেখেছে আর একাকী না চলে, পরস্পরকে সৎ পরামর্শ দেয়, ধৈর্যের সাথে দলগতভাবে কর্মতৎপর হয়—একমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিস্তার পাবে।

জ্বীন জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা কিতাব এবং ফিকাহ কিছুই পৌছান নি। অনেক জ্বীন ও মানুষ আছে যাদের কাছে কল্‌ব বা দিল আছে কিন্তু বুঝবার শক্তি নেই। তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখার শক্তি নেই। তারা পশুর মত বরং পশুর চাইতেও গোমরাহ্—তারাই গাফিল।

মানুষকে রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত নিখুঁত ও সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদেরকে অধমতম স্তরে নিপতিত করেছেন। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে তাদের জন্য অসীম সওয়াব বা প্রতিফল রেখেছেন।

কিন্তু ঈমান, নেক আমল, সদুপদেশ ইত্যাদি শুধুমাত্র ইল্‌ম দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। ইল্‌ম ছাড়া কখনো নেক আমল হাসিল করা যায় না। নেক আমলহীন মানুষের চোখ, কান ও কল্‌ব থাকা সত্বেও পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? ঈমান ও আমল একমাত্র ইল্‌মের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব এবং একমাত্র ইল্‌মই মানুষকে পশুত্ব থেকে ভিন্নতর করে তোলে। সে নর হোক কিংবা নারী হোক।

শিক্ষা শুধু পুরুষদের জন্যে ফরজ করা হয়নি। নর ও নারী উভয়ের জন্যই ইল্‌মে দ্বীন ফরজ করা হয়েছে। নিছক জ্ঞান বা ইল্‌ম অর্জন করাই "ফরজ" নয়, পুরো সমাজকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বাঁচাতে হলে মহিলা-দেরকেও ইসলামী দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা করা জরুরী। বর্তমান কলুষযুক্ত

www.pathagar.com

সমাজে মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা ফরজ। অপরদিকে অজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখা কিংবা প্রতিহত করতে এগিয়ে না আসার জন্যে সম্মানিত আলিম সমাজকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাব দিহি করতে হবে।

মসজিদ কেবল সিজদার স্থান নহে—মুসলিম সমাজে দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্রও বটে। মদীনার মসজিদুন্নবী ছিল মুসলমানদের জন্য জ্ঞানার্জনের পবিত্রতম কেন্দ্র। সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) অনেকেই মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন। তখনকার দিনে মসজিদুন্নবী ছিল একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বীনের ইল্‌ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক মাদ্রাসা হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের তালীম দেয়া যেতে পারে। মসজিদ কমিটি সক্রিয় হলে মসজিদুন্নবীর অনুকরনে বাংলাদেশের যে কোন মসজিদে পূর্ণাংগ মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়। এই নেক কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য অবশ্যই থাকবে। মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা বর্তমান সমাজে প্রচলিত ফিৎনার বিরুদ্ধে এক ইসলামী আন্দোলন। নগ্নতা ও অশ্লীলতার উত্তাল সয়লাবের প্রতিকূলে এক বলিষ্ঠ ইসলামী বিপ্লব।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রভুর নামে পড়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ القرآن

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"পড়ুন (হে রাসূল) আপনার প্রভুর নামে যিনি পয়দা করেছেন, জমাট রক্ত থেকে মানুষকে। আপনি পড়ুন। আর আপনার প্রভু বড়ই মহান। যিনি কলম দিয়ে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ঐ জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতোনা।"—আল-কুরআন—(সূরা আলাক : ১৯)

মহানবী (সাঃ) কে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার এই সর্বপ্রথম নির্দেশে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী বিধানে শিক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্পূর্ণ একীভূত এবং একে অপরের সংগে সুনিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ইলমে দ্বীন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে বারংবার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং এর গুরুত্বের প্রতি মানুষকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করা হয়েছে।১ ইলমে দ্বীন সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি প্রসন্ন হন তাকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা অনুধাবনের ক্ষমতা প্রদান করেন।২ হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "জ্ঞানী

---

১. আল মুজাদালা : ১১

২. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৪০২ হিঃ

www.pathagar.com

গুণীদের সমাবেশে অবস্থান করা এক হাজার রাকাত নামায, এক হাজার রোগীর পরিচর্যা এবং এক হাজার জানাজায় অংশ গ্রহণের চেয়েও উত্তম।"

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة - الحديث

অর্থাৎ "ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ফরজে আইন।"—আল হাদীস-মুসলিম শরীফ)

طلب العلم حتم واجب على كل مسلم - الحديث

অর্থাৎ "ইলমে ফেকাহ জানা প্রত্যেকের উপর বিশেষ জরুরী।—আল-হাদীস)।

تعلموا العلم و علموه الناس - الحديث -

অর্থাৎ "ইলম শিক্ষা কর এবং অন্যকে শিক্ষা দাও" —আল-হাদীস।

يا ايها الناس عليكم بالعلم قبل ان يقبض - الحديث

অর্থাৎ "হে মানব জাতি ইলম উঠে যাবার পূর্বে উহাকে শিখে লও।

ويل لمن لا يعلم - الحديث

অর্থাৎ যারা ইলমে দ্বীন শিখে নাই তারা ধ্বংশের পথে।

تعلموا العلم قبل ان يرفع - الحديث

অর্থাৎ "ইলম বিলুপ্ত হওয়ার আগে শিখে নাও"—আল হাদীস।

আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম সম্পর্কে এত বেশী তাগিদ প্রদান করেছেন যে, এই স্বল্প পরিসরে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই এটা উপলব্ধি করতে পারবো।

www.pathagar.com

ইলম শিক্ষা করা ফরজ-ই-আইন

পরকালের জান্নাতের চির শান্তি লাভের উপায় হিসাবে দুনিয়াতে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে দ্বীন। সুতরাং ইলমে ফেকাহ জানা প্রত্যেক নর-নারীর উপর বিশেষ জরুরী।" —আল-হাদীস।

দ্বীনের পূর্ণ আমল দ্বারাই আখিরাতে জান্নাত লাভ সম্ভব। তাই দ্বীনের আমল নর-নারী উভয়ের উপরই ফরজ।

আর এ পবিত্র আমলের উপর জান্নাতের ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলা-এই ওয়াদা নর-নারী উভয়ের জন্যে করেছেন। যার আমল দ্বীনের অনুগত নয় তার জন্য দোজখের শাস্তি নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই। পরস্কার ও শাস্তি ভোগে উভয়ের সমান মর্যাদা। এটা নয় যে, কোন একটি আমলের জন্য কোন পুরুষ বেহেশতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে আর তা থেকে অর্ধেক তার সোহাগীনি স্ত্রীকে প্রদান করা হবে। আর এর বিপরীতে এও নয় যে, পুরুষ তার অপরাধের কঠিন শাস্তি স্বরূপ দোজখে পতিত হলে সেখানকার অর্ধেক শাস্তি স্ত্রীকে দেয়া হবে। আল্লাহর বিধান এটাও নয় যে, এক ওয়াক্ত নামাজ কাজার জন্য পুরুষরা এক হোকবা অর্থাৎ ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে আর তার নামাজ কাজাকারী স্ত্রী শুধু কেবল অর্ধ হোকবা বা ১ কোটি ৪৪ লক্ষ বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। মহান আল্লাহ এরূপ অবিচার করবেন না। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজার জন্যে ১ হোকবা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুষ যেমন আমল করবে তেমন ফল পাবে। তার স্ত্রীর এতে অংশ নেই। আর স্ত্রী যেমন অপরাধ করবে তার শাস্তিও স্ত্রীকে ভোগ করতে হবে। তখন পুরুষ বা স্বামী এর অংশীদার হবে না। স্ত্রীর জবাব স্ত্রীকে দিতে হবে। আজ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়ে সম-অধিকার দাবী করছি। অথচ পরকালে এই সম-অধিকার তার জন্য ডেকে আনবে মহা বিপর্যয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পরকালে নিজের জীবনকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। কেননা কেবল নিজের জন্যে হলেও ইসলামী আরকান-আহকাম প্রত্যেক নর-

www.pathagar.com

নারীর জন্য শিক্ষা করা ফরজ। তাই আরকানু-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও নর-নারী উভয়ের জন্য ফরজ। যেমন নামায রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি আহকাম পালনে কোনরূপ নারী-পুরুষ ভেদাভেদ রাখা হয়নি। অতএব এই সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ-ই-আইন।

"সর্বোৎকৃষ্ট মেয়ে আনসারের (মদীনাবাসী) লজ্জা তাদেরকে ফকিহা (ফিকাহবিদ) বা ইসলামী আইনজ্ঞা হতে বাধা দেয়নি।" —আলহাদীস।

ফিকাহর অর্থ হলো—ইনতেনবাত বা কূপ থেকে পানি উঠানো। ইলমে ফিকাহর অর্থ হলো কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে ইলমে দ্বীন তথা দ্বীনের মাসলা মাসায়েল আহরন করা। কূপ খনন করে পানি উঠিয়ে তৃষ্ণা নিবারণে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয় তেমনি কুরআন ও হাদীস শরীফের বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থেকে দ্বীনী মাসায়েল বের করে মুসলমান নর-নারীদের ঈমানের তৃষ্ণা নিবারণ করা অনুরূপ কষ্টকর।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোস আমাদের সমাজে পুরুষেরা মেয়েদের ঈমান ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে বহন করতে চান। তাঁরা মেয়েদের দুনিয়াবী খোঁজ খবর যত গুরুত্ব সহকারে নিয়ে থাকে দ্বীনি খোঁজ খবর তত গুরুত্ব সহকারে নেন না। সংসার জীবনে স্ত্রীদের থেকে যত প্রকার খিদমত আদায় করতে তারা অভ্যস্ত দ্বীনী ক্ষেত্রে সেরূপ হক স্বামীরা আদায় করেন না। অথচ ইসলামী বিবাহ রীতি অনুযায়ী স্বামী অন্যান্য বহু ওয়াদার সাথে এই ওয়াদাও করেন যে, তিনি স্ত্রীকে দ্বীনি শিক্ষা দেবেন এবং দীনের পথে পরিচালিত করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন "তারা তোমাদের ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরা তাদের (নারীদের) ভূষণ স্বরূপ।"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۝ القرآن

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ তোমরা নিজেকে বাঁচাও এবং তোমার অধীনস্ত পরিবার পরিজনকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও"।—(সূরা ছওফ, আয়াতঃ ১৪, রুকু ২)

www.pathagar.com

হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته - الحديث

অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল এবং (রোজ কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাব দিহি করতে হবে। আল-হাদীস।

"নারী স্বামীগৃহের পরিচালিকা এবং শাসন কার্য (সংসার পরিচালনা, সন্তান লালন-পালন, শিক্ষা) পরিচালনার জন্যে আল্লাহ 'তা'আলার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে"। আল-হাদীস।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সমাজ গঠনে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তন্মধ্যে নারী সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষাই অন্যতম কারণ। কেননা বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী নারী সমাজ। মুসলিম জাহানের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি মুসলমানদের মধ্যে ৫০ কোটি হচ্ছে নারী। নীতিগত ভাবে পুরুষেরা নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সাথে নারীদের দ্বীনি দায়িত্বভার গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা শুধু নিজেদের আখিরাতের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। যেমন আজ-কের সমাজে পুরুষদের জন্য রয়েছে মাদ্রাসা, মক্তব, ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী পাঠাগার, মসজিদ এবং ইসলামী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অথচ এগুলোতে আমাদের সমাজ নারীদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। অথচ আমাদের রসূল (সাঃ) দ্বীনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমঅধিকার ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেন,—

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم—پارہ ١٠، سورة توبة آيت نمبر ٧١ -

অর্থাৎ "আর মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ পরস্পর সহকারী বন্ধু (পরস্পর ধর্মের সম্পূরক ও পরি পূরক) ১) সৎ বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং ২) অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে আর উভয়ই (৩) নামাজ কায়েম করে, ৪) জাকাত

www.pathagar.com

প্রদান করে এবং ৫) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর আদেশ মান্য করে। এ সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ পাক নিশ্চয় রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়। (সূরায়ে তওবা, ঃ ৭১)

উপরোক্ত আয়াতে নর-নারী উভয়কে একে অপরের সম্পূরক পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যেমন ১) সত্যের আদেশ ২) অসত্যের নিষেধ ৩) নামাজ কায়েম করা ৪) জাকাত প্রদান করা ৫) আল্লাহ পাক ও রসূল (সঃ)'র আদেশ মান্য করা। উপরোক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলে একে অপরের সম্পূরক বা পরিপূরক হওয়া যায় না।

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما — پارہ ۲۲ - سورہ احزاب آیۃ نمبر ۳۵ -

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে (১) ইসলামের বিধান পালনকারী নর ও ইসলামের বিধান পালন কারিনী নারী, (২) ঈমান আনয়নকারী নর ও ঈমান আনয়নকারিনী, নারী, (৩) আনুগত্য প্রদর্শনকারী নর এবং আনুগত্য কারিনী নারী, (৪) সত্য পরায়ন নর ও সত্য পরায়না নারী, (৫) ধৈর্যশীল নর ও ধৈর্যশীলা নারী, (৬) বিনয়ী নর এবং বিনয়া নারী, (৭) দানশীল নর ও দানশীলা নারী, (৮) রোযা পালনকারী নর ও রোযা পালনকারিনী নারী, (৯) স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নর ও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজতকারিনী নারী আর (১০) অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারিনী নারী এসব লোকদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা এবং বিরাট বিনিময় প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরায়ে আহ্যাব ঃ ৩৫)

উল্লেখিত আয়াতে মু'মিন নর-নারীর ১০টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এ গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সে গুনে গুণান্বিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

"নর-নারীর ইলমে দীন শিক্ষা"

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে এবং যারা জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ তাদের দর্জা অনেক উন্নত করে দেন"। "বল, যারা (ধর্ম) জ্ঞানার্জন করেছে এবং যারা জ্ঞানার্জন করেনি, তারা কি সমান হতে পারে? কখনও না।"—আল-কোরআন।।

সুতরাং পবিত্র কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট বাণী থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে, ইলম্-ই-দীন শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী বা এ সম্পর্কে তাগিদ দেয়া হয়েছে। "আল্লাহ তা'আলা যার মংগল চান তাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন। তবে আমি শুধু এসব বণ্টনকারী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা দান-কারী"—আল হাদীস।

"ওয়ায়েল তার জন্য—যে ইলম হাসিল করেনি।" ওয়ায়েলের দু'অর্থ—(১) দোজখের নাম (২) খারাবী। আল-হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ওয়ায়েল নামক দোজখ তার জন্য যে ইলম হাসিল করেনি। বা ইলমে-দীনকে হাসিল করেনি তার জন্য আছে খারাবী। উপরোক্ত হাদীসের বাণী থেকে বুঝা যায়, যারা ইলমে-দীন হাসিল করবে না তাদের স্থান ওয়ায়েল দোজখে অর্থাৎ দীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক নয়।

"ইলমে দীন হাসিল করার নিয়তে কোন ব্যক্তি যে পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তার জন্য তা বেহেস্তের পথ অতিক্রমের মধ্যে গণ্য করবেন।"—হাদীসে-কুদসী) "মানবের মৃত্যুর পর তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবল মাত্র তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে। (১) সদকায়ে-জারিয়া (নেক কাজে দান, ওয়াক্ফ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ), (২) ইলম, যদ্বারা লোকের উপকার হয়; যেমন ধর্ম শিক্ষা দেয়া, ধর্ম বিষয়ক কিতাব রচনা করা, (৩) নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে থাকে।" —আল হাদীস।

ইলম-ই-দীন সম্পর্কে যতটুকু তাগিদ ইসলাম প্রদান করেছে তার কতটুকু আমরা পালন করছি, একবার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখুন। কুরআন ও

www.pathagar.com

হাদীসের পবিত্র বাণীর সংকলন বিষয়—ভিত্তিক না হওয়ায় আজও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার জন্য ইসলামের তাগিদ এবং এর কঠিন পরিণতির কথা বেশীর ভাগ লোকের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আর অজ্ঞাত হবার কারণে আমাদের মুসলিম সমাজে অনায়াসে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার দুষ্ট ক্ষত সংক্রমিত হচ্ছে। নারী জাতি ঘর ছাড়া হয়ে হোটেল, বার, সিনেমা, পার্ক ইত্যাদিতে পুরুষদের নিত্য সংগী হয়ে তাদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

"হে আমার উম্মতগণ! তোমরা লোকদিগকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র বানাতে থাক অর্থাৎ লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দান করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে ধাবিত করতে থাক, তাহলে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রিয়পাত্র (অলি) করে নিবেন"।—কানজোল ওম্মাল।।

"যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করে সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে; আল্লাহ তাকে এমন এক ইল্‌ম দান করবেন যা সে জানতো না।"—আল হাদিস। কারণ ইল্‌ম এবং এর পবিত্র আমল চেহারাকে নূরানী পবিত্রতায় আলোকিত করে। "আলেমের চেহারা দর্শন করাও একটি ইবাদত"।—দাইলামী। "আলিম যদি তার ইলেম দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে তবে সে আলিমকে এমন হায়বত দান করা হয় যে, তাকে সকলে ভয় ও ভক্তি করতে বাধ্য হয়।"—আল হাদিস। "যে বংশের একটি ছেলে হাফিজ হবে তার সুপারিশে তার বংশের এমন দশ জন লোক বেহেশতে যাবে যাদের জন্য দোজখ নির্ধারিত হয়েছিল।"—আল হাদীস। ইলমের এত বড় মর্তবা আর কোন ধর্ম বা জাতি প্রদান করেছে? এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ইসলাম দীন শিক্ষাকে কতটুকু প্রাধান্য দিয়েছে।।

"যে ব্যক্তি হিকমাহ (দীন-ইল্‌ম) প্রদত্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মহা-কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে"।—আল কুরআন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "যারা ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়েছে তারা মর্যাদা সম্পন্ন।"

"যে ব্যক্তি দ্বীন-ইলম তাজা করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করে এবং সে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তার ও নবীগণের মধ্যে কেবল একটি দরজার প্রভেদ হবে"। (মিশকাত)

www.pathagar.com

"তোমাদের সাধারণের তুলনায় আমার মর্যাদা যেরূপ অধিক, মূর্খ-দরবেশের তুলনায় আলিমের মর্যাদাও সেরূপ সমধিক"—আল-হাদীস।

আমাদের সমাজে পিতা মাতারা মেয়েদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিচ্ছেন না। অপরদিকে কিছু সংখ্যক কুটিল-কপট স্বামী এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ীরাও তাদের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ও বেখবর। চিন্তাশীল উলামায়ে কিরামও তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব হিসেবে যা কর্তব্য তা না করে ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নারীদের ঘরে থাকার জন্য পর্দার কথা বলে কোনঠাসা করে রেখেছেন। অথচ মেয়েদের জন্য ইলম হাসিলের কোন বিকল্প সুপারিশ করছেন না। এটা নারীদের প্রতি চরম অবিচার ও অবহেলা। রসূল (সাঃ)-এর উম্মৎ হিসেবে নারীদের জন্য খাসভাবে অনেক কিছু করার দায়িত্ব উলামা সমাজের উপর রয়ে গেছে। নতুবা তাঁদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী থাকতে হবে।

অশিক্ষিতা নারী যৌবন পেরিয়ে গেলেই কেবল দ্বীনের কথা চিন্তা করে। তাদের অনেকেই নামাজ পড়তে জানে না। জানলেও পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে জানে না। দ্বীনি কাজে তাদের নিতান্ত দরিদ্রভাবেই ইহকাল ত্যাগ করতে হয়। নারী শুধু এতটুকুই জানে যে, স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেশ্ত। দ্বীনি ইলম না থাকায় তাতেও ত্রুটি দেখা যায় যথেষ্ট। নামাজ-রোজা ও অন্যান্য বিধিবিধান না মেনে একমাত্র স্বামী সেবাই বেহেশ্তে পৌঁছে দিতে পারবে না। ইসলামী বিধিবিধান জানা প্রত্যেক নর কিংবা নারী সবার জন্য বিশেষ ভাবে জরুরী। রসূল (সঃ) বলেন, "ইলম শিক্ষা কর অপরকেও শিক্ষা দাও"। "ইলম বিলুপ্ত হবার পূর্বেই শিখে নাও"। বলাবাহুল্য, পুরুষেরা নারী শিক্ষার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করছে। উভয়কে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন, আরকান-আহকাম, আখলাক, চরিত্রকে সঠিক ও দৃঢ়রূপে জানার জন্যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে বড় ন্যাক্কারজনক ও প্রতারণামূলকভাবে পুরুষেরা নারীদের তা থেকে বিরত রেখেছে।

শিক্ষা মানুষের মানবীয় চরিত্র বিকাশের অন্যতম উপায়। সমাজের একটি অঙ্গ পুরুষ এ বিশেষ গুণে বিশেষিত হবে। অন্য অঙ্গ নারী শিক্ষাঙ্গন থেকে

www.pathagar.com

দূরে থেকে পশু শক্তিকে উজ্জীবিত করতঃ পাশবিকতার আবর্তে উদ্ভ্রান্ত জীবন যাপন করবে; ইসলাম এহেন অস্বাভাবিক ভ্রান্ত নীতি প্রবর্তন করেনি। যুগ যুগ ধরে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীকে মানবিক সত্তার অমোঘ স্বীকৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। এজন্যে কে দায়ী ? সত্য সন্ধানীকে সে ব্যাপারে চিন্তিত করে।

নারী সৃষ্টির রহস্য বা উদ্দেশ্য এবং তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র—সর্বোপরি নারী-পুরুষের মাঝে পর্দার যে নির্দেশ তার ব্যাপক ব্যাখ্যা না করে নারী জাতিকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় সবচে পিছে ফেলেছে। উলামা-কিরাম নারী জাতির শিক্ষা হোক বা না হোক কেবল পর্দার হুকুম-আহকাম শুনিয়ে সীমাবদ্ধ গণ্ডিভুক্ত করতে কোনরূপ কসুর করেনি। ফলে নারী সমাজ ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসারী হয়েছে।

কোনরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে নারীদের নিজ গৃহে শিক্ষা দেয়ার কথা ইসলাম নির্দেশ করেছে। তা হবে আপন মুহাররমদের কাছ থেকে। যদি এমন কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে মেয়েদের শরীয়তের দৃষ্টিতে শিক্ষা দেয়ার বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। (কাঙ্গীখান)। বোখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল ইলম এর মধ্যে মেয়েদের তালীম ও তবলীগের জন্য আলাদা একটা পরিবেশ রচনা করার কথা উল্লেখ আছে। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন ঃ "গ্রামের মেয়েদের একত্র করতঃ দ্বীনি তালীম দেয়া দরকার"।

"একজন ধার্মিকা সতী সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের জন্য ধন-ভাণ্ডার স্বরূপ। পৃথিবীর নিয়ামত সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম আর কিছু নেই। তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট তারাই যারা তাদের স্ত্রীর কাছে উৎকৃষ্ট।" —আল-হাদীস।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধানে ফিরবে।—হাদীস। আওলিয়া সর্দার হযরত আবদুল কাদের জিলানী বলেন "তোমরা সর্বপ্রথম ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর অতঃপর নির্জনতা অবলম্বন কর। কেননা যে ব্যক্তি ইলম অর্জন না করে ইবাদতে মগ্ন হয় সে যে সাফল্য লাভে সক্ষম হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।" "বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে বেশী

www.pathagar.com

পবিত্র।" —আল-হাদীস। ধন-দৌলতকে মানুষ পাহারা দিতে হয় কিন্তু জ্ঞান নিজেই মানুষকে হেফাজত করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।—হযরত আলী। তিনি আরো বলেন ধন-দৌলত খরচ করলে কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

সুতরাং একথা প্রত্যেক মুসলিম ভাই-বোনদেরকে দৃঢ় আস্থার সঙ্গে মনে পোষণ করে নিতে হবে যে, "লেখকের মসি যোদ্ধার অসী হতে শ্রেষ্ঠ।"—আল-হাদীস। আমাদের প্রত্যেক নর-নারীকে দ্বীনের এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সকলকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করে আপামর মুসলমানদের দ্বীনের খাঁটি আলেম ও আমলদার করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই দ্বীন ও দুনিয়ার জীবন সুন্দর, স্বার্থক ও সাবলীল হয়ে উঠবে। "একজন বিজ্ঞ আলেম শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদ দরবেশ থেকেও অধিক ভারী।"

"প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সর্ব-বিষয়ে আত্মসমর্পণ করা"- (সগীর)। "জ্ঞান মুমিনের বন্ধু, বুদ্ধি উহার সহচর, কার্য উহার পথ প্রদর্শক, অধ্যবসায় উহার মন্ত্রী এবং সহিষ্ণুতা উহার সেনাপতি, বিনয় উহার সন্তান এবং ভদ্রতা উহার সহোদর।"—(সগীর) "শৈশবে জ্ঞানার্জন প্রস্তরে খোদিত লিপির তুল্য এবং বার্ধক্যে জ্ঞানার্জন পানির উপর অংকনের তুল্য। (সগীর)।

"আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণ করা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক"।—(সগীর)

"সে সুখী যে মূর্খতা ত্যাগ করেছে, উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করেছে এবং ন্যায্য-ভাবে কাজ করেছে"। (সগীর)।

"জ্ঞানীদের অনুসরণ কর, কারণ তারা ইহকালের প্রদীপ ও পরকালের আলোক বর্তিকা"। (সগীর)।

"বিদ্যা ও অর্থ সমস্ত দোষ অপহারক এবং অজ্ঞতা ও দারিদ্র সমস্ত দোষ প্রকাশক।" (সগীর)।

"জ্ঞান ইসলামের প্রাণ ও ঈমানের স্তম্ভ এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে আল্লাহ" তার পুরস্কার পূর্ণ করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা করে

www.pathagar.com

এবং তদানুসারে কাজ করে সে যা জানেনা আল্লাহ তাকে তা শিক্ষা দেন"। (সগীর)।

"যে জ্ঞানী মানুষকে সদুপদেশ প্রদান করে অথচ নিজে তাহা পালন করে না সে প্রদীপের তুল্য। উহা মানুষকে আলো বিতরণ করে কিন্তু নিজের আত্মাকে দগ্ধীভূত করে।"—(সগীর)।

"জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক সম্মানিত আসন পাওয়ার যোগ্য।"—(সগীর)

"মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র আর নেই।।" (সগীর)

"সমস্ত মানব স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির তুল্য। যারা জ্ঞানী অন্ধকার যুগেও তারা উত্তম এবং ইসলামী যুগেও তারা উত্তম।"—(মুসলিম শরীফ)

"জ্ঞানের একটি বাক্য জ্ঞানীর হারানো পশুর তুল্য, যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই তা গ্রহণ করার অধিকার আছে।" (তিরমিজী শরীফ)। "একজন শিক্ষিত ব্যক্তি শয়তানের নিকট সহস্র মূর্খ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।"—(তিরমিজী)।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ছাড়া শুধু পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্য জ্ঞানার্জন করে সে পরকালে কখনো বেহেশতের সৌরভ লাভ করবে না।" (মিশকাত শরীফ)।

"যে ব্যক্তি জানা সত্বেও জ্ঞান বিতরণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে সে রোজ কিয়ামতে আগুনের কোমরবন্ধ দ্বারা বেষ্টিত হবে।"—আবু দাউদ শরীফ।

মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার্থী, মৃতদের মধ্যে জীবিতের সমান।" (সগীর)

"শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।" (সেহেল হাদীস)

"রাত্রিতে এক ঘন্টা জ্ঞান অনুশীলন করা সমস্ত রাত্রি জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।"—(মিশকাত শরীফ)

"যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করে সে আপন গৃহে প্রত্যাগমন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পথে বিচরণ করে।"

—(মিশকাত শরীফ)।

"জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর প্রতি ফরজ-ই-আইন এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে উহা দান করা শূকরীর গলায় পদ্মরাগ মনি, মুক্তা ও স্বর্ণের মালা প্রদান করার তুল্য।',—(ইবনে মাজাহ)।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত পবিত্র হাদিস গুলো শুধুমাত্র পুরুষকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হয়নি বরং সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং একথা নিঃসংকোচে বলা চলে দ্বীনের নবী হুযুর (সঃ) নর-নারীকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ঘোষণা করেছেন।

হাশরের ময়দানে জান্নাতিগণ কয়েক প্রকারের মেয়েলোক দ্বারা আটকা পড়ার সম্ভাবনা আছে। নিজের স্ত্রী, নিজের মেয়ে, নিজের ইয়া'তীম ছোট বোন এবং ঝি চাকরানী। এমনকি প্রতিবেশী মেয়ে যাদের ইলমে দ্বীন শিক্ষা-দাতা কেহ ছিল না তাদের দ্বারাও। "আর নিকট দাসী এবং তাকে ভাল-ভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয় অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করায় তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।"—আল হাদীস।

মুসলিম নারীদের চলার পথ আজ অত্যন্ত বন্ধুর। আমরা জননী কূল নিজেরাও আমাদের চলার পথকে অনেকাংশে কংটকাকীর্ণ করে ফেলেছি। অথচ পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, "একজন সতী স্বাধ্বী স্ত্রী পুরুষের জন্য ধন ভান্ডার স্বরূপ"। এ ধন ভান্ডারের যে কোন প্রকারের ক্ষতি পুরো সমাজের জন্য অবশ্যই দুঃখজনক। নারী জাতিকে অবশ্যই সজাগ, সচেতন ও সকল দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। নতুবা ধন ভান্ডারের ক্ষয় প্রাপ্তিতে আমাদের জননীকূল এবং সার্বিক অর্থে মানব জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর এ থেকে পরিত্রান পেতে হলে আমাদের জননীকূলকে কঠোর, কঠিন ও দুর্বার পথের যাত্রী হয়ে আহরণ করতে হবে অপরিসীম জ্ঞান।

ইলমে দ্বীন হাসিলে প্রলুব্ধ করতে হবে আমাদের প্রতিটি মা বোনকে। তখন শিক্ষাই হবে আমাদের প্রতিরোধ-প্রতিবাদের একমাত্র হাতিয়ার। হাদীস শরীফে আছে, জ্ঞান আহরণ কর যা মানুষকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে নির্দেশ করতে পারে এবং জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। সমস্যার দুস্তর মরু পথে জ্ঞান আমাদের বন্ধু, প্রশান্তির অভিভাবক, আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় কৃচ্ছ্রতা থেকে বিরত রাখবে। তা হবে আমাদের সকল বন্ধুত্বের অলংকার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার স্বরূপ।

সুতরাং "ইলম (ধর্মজ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ (সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক)"। —আল হাদীস।

www.pathagar.com

বিনা কারণে ফরজ ভঙ্গ করা মহাপাপ। অতএব যে ব্যক্তি জেনেশুনে ফরজ ছেড়ে দিবে সে ফাসিক ও মহা পাতকী। —(বেঃ জেওর, প্রথম খণ্ড)।

ইলম দু'প্রকারের ঃ (এক) যে কাজ করা মানুষের উপর ফরজ করা হয়েছে তার তরীকা শিক্ষা অর্থাৎ কি নিয়ম পদ্ধতিতে শিক্ষা করলে সে ফরজ সমাধা হতে পারে তা শিক্ষা করা। এই ফরজ নর-নারীর উপর সমভাবে প্রযোজ্য। আর কাজটি মুস্তাহাব (অর্থাৎ করা ভাল) পর্যায়ের হলে তার নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা করাও মুস্তাহাব। যেমন নামাজ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, অতএব এর মাসায়েল শিক্ষা করাও তেমনি ফরজ বা অবশ্য করণীয় হবে। রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

আর যখন কেউ চাকুরী বা ব্যবসা ইত্যাদি করবেন তখন চাকুরী ও ব্যবসা ইত্যাদি সংক্রান্ত শরীয়তের আদেশ নিষেধ ও নিয়ম পদ্ধতি জানা তার জন্য ফরজ। এ তফসীল শুধু ঐ ইলমের বেলায় প্রযোজ্য যা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ-ই-আইন।

কিন্তু (দুই) কোন কোন শিক্ষা এমনও আছে দু'একজন বা যে কয়জন দ্বারা কাজ চলে তারা যদি তা আয়ত্ব করে নেয় তবে অন্যান্যদের দায়িত্ব খালাস হয়। যেমন প্রত্যেক জেলা বা শহরে বন্দরে অন্ততঃ একজন করে এমন আলিম থাকা আবশ্যক যিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তারা নির্বিঘ্নে যে কোন মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। এরূপ উচ্চতর বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী নয়। তবে যদি এ জন্যে কারো সময় সুযোগ ও আগ্রহ থাকে তবে ফরজ না হওয়া সত্বেও তা অর্জন করতে পারে তবে তা মুস্তাহাব এবং অত্যাধিক পুণ্যের কাজ হবে। এ হলো ইলম ই-দ্বীন ফরজ হবার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

মহিলাদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। এ ব্যবস্থাপনা অবশ্যই ফেতনা মুক্ত হওয়া চাই। দ্বীনদার সুধী সমাজকে নিম্নোক্ত দলীলাদির মর্মোপলব্ধি করার মানসে পেশ করলাম।

(١) قال في الجامع الصحيح للبخاري - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم قال حدثنا عن ابى سعيد

www.pathagar.com

الخدرى رض قال قال النساء للنبى صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك نوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن الحديث صفحة ٢٠

وقال الحافظ العسقلانى رحمه الله فى فتح البارى ج ١ صفحة ٢٠٦ ووقع فى رواية سهل ابن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة رضى الله عنه بنحو هذه القصة فقال موعدكن بيت فلانة فاتاهن فحدثهن ثم قال الحافظ فى الحديث ما كان عليه النساء الصحابة رضى الله عنهن من الحرص على تعليم امور الدين وفيه جواز الوعد ج ١ صفحة ٢٠٧ وفى العينى ج ٣ صفحة ١٣٤

(٢) وبوب الامام البخارى رحمه الله فى صفحة ٢٠ باب عظة الامام النساء وتعليمهن فاخرج بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال رضى الله عنه ظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة الحديث وقال الحافظ العسقلانى رحمه الله فى شرحه ج ١ صفحة ٢٠٢ فيه بهذه الترجمة على ان ما سبق من الندب الى تعليم الاهل ليس مختصا باهلهن بل ذالك مندوب للامام الاعظم ومن ينوب عنه واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله فى الحديث فوعظهن وكانت الموعظة بقوله انى اريتكن اكثر اهل النار لانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير-

واستفيد التعليم من قوله وامرهن بالصدقة كانه اعلمهن ان فى الصدقة تكفير الخطايا الخ -

(٣) وفى البخارى ج ١ صفحة ٢٢ باب الحياء فى العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر وقالت

www.pathagar.com

عائشة رض نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء
ان يتفقهن فى الدين وقال الحافظ العسقلانى رحمه الله فى
شرحه ج ١ صفحة ٢٣٩ هذا التعليق وصله مسلم من طريق ابراهيم
بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنهم
الحديث واخرج البخارى ج ١ صفحة ٤٤ تحت باب ترك
الحائض الصوم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اضحى او فطر الى المصلى
فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن الحديث فقال
الحافظ فى شرحه ج ١ صفحة ٣٢٣ وفى هذا الحديث من
الفوائد مشروعية الخروج الى المصلى فى العيد وامر الامام
النساء بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب
من الاغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور النساء العيد
لكن بحيث ينفردن من الرجال خوف الفتنة وفيه جواز
عظة الامام النساء على حدة وقد تقدم فى العلم الخ ثم قال
فى آخر ذالك الموضع وفى الحديث ايضا مراجعة المتعلم
لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه الخ وفى العينى
ج ٣ صفحة ٢٧٣ -

(٤) واخرج البخارى فى ج ١ صفحة ٤٥ تحت باب دلك
المرأة نفسها اذا تطهرت من الحيض عن عائشة رض ان امرأة
سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض
الحديث وقال العسقلانى رحمه الله فى شرحه ج ١ صفحة
٣٤٢ وفى الحديث من الفوائد ومعناه هذا كيف يخفى
هذا الظاهر الذى لا يحتاج فى فهمه الى الفكر وفيه استحباب
الكنايات فيما يتعلق بالعورات وفيه سوال المرأة العالم عن
احوالها التى يحتشم منها ولهذا كانت عائشة رضى الله عنها
تقول فى نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى

www.pathagar.com

الدين كما اخرجه مسلم فى بعض طرق هذا الحديث و تقدم فى العلم معلقا الخ وفى العينى ج ٣ صفحة ٢٧٨ و ايضا قال الحافظ العسقلانى رحمه الله فى ج ٣ صفحة ١٢١ وفى هذا الحديث من الفوائد ايضا وعظ النساء و تعليمهن احكام الاسلام و تذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب حثهن على الصدقة و تخصيص بذالك فى مجلس منفرد ومحل ذالك كله اذا امن الفتنة و المفسدة الخ وفى العينى ج ٣ صفحة ٢١٢ جاء عن جماعة من الصحابيات انهن سألن رسول الله صلعم رضى الله عنها الخ وفى العينى ج ٢ صفحة ١٢٣ قال النووى فيه استحباب وعظ النساء و تذكيرهن الاخرة و احكام الاسلام و حثهن على الصدقة و هذا اذا لم يترتب على ذالك مفسدة او خوف فتنة على الواعظ و الموعوظ و نحو ذالك ١٢

তরজমা ঃ

(১) هل يجعل للنساء يوم على حدة فى العلم অধ্যায়ে সনদসহ আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন— একদা মহিলা সম্প্রদায় মহানবী (সঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে "পুরুষগণ আপনার নিকট থেকে দ্বীন সম্পর্কে জানার ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগামী। (অর্থাৎ পুরুষদের কারণে আমরা আপনার নিকট থেকে দ্বীন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণে সক্ষম হচ্ছিনা।) সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। সে মতে মহানবী (সঃ) তাদের সাথে ওয়াদা করলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে তিনি মহিলাদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও দ্বীন সম্পর্কিত নির্দেশাদি দান করলেন (পৃঃ ২০)।

হাফিজ আসকালানী (রহঃ) ফাতহুলবারী প্রথম খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠায় সোহেল ইবনে আবি ছালেহ তাঁর পিতা হতে, তিনি আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন "মহানবী (সঃ) মহিলাদেরকে এক ব্যক্তির ঘরে সমবেত হওয়ার জন্য বললেন, তারপর তিনি

www.pathagar.com

মহিলাদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন।" এ প্রসঙ্গে হাফিজ আসকালানী (রহঃ) বলেন—ইতিপূর্বে মহিলা সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে বেশী আগ্রহ ছিল না এবং এ হাদীসের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করা ও স্থান নির্দিষ্ট করণ শরীয়ত সম্মত বুঝায়।—(প্রথম খন্ড পৃঃ ২০৭, আল-আইনী ৩য় খন্ড—পৃঃ ১৩৪)।

(২) ইমাম বুখারী (রহঃ) عظة الامام النساء وتعليمهن অধ্যায় ৪২০ পৃষ্ঠায় সনদসহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মহানবী (সঃ) বিলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এবং মহানবী মনে করলেন যে, নারী সম্প্রদায় তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি শুনতে পায় না। তাই তিনি মহিলা সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে নসিহত করলেন এবং তাদেরকে সদকা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। হাফিজ আসকালানী (রহঃ) এর মতে উপদেশাবলী সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা মহানবী (সঃ) যে নসিহত করেন স্পষ্টতঃ তা ছিল—"আমি তোমাদের (মহিলাদের) অনেককেই দোযখ-বাসিনী দেখতে পাচ্ছি, কেননা তোমরা অধিকাংশই অভিসম্পাত বর্ষণ কর এবং স্বামীর অবাধ্যাচরণ কর" এবং তিনি যে সদকার নির্দেশ দিলেন তার মাধ্যমে জানালেন যে—"সদকা দ্বারা পাপের কাফফারা আদায় হয়।"—(আল হাফেজ আসকালানী শরাহ—১ম খন্ড—পৃঃ ২০২)।

(৩) বোখারী শরীফের ১ম খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠা, الحياء فى العلم অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—মুজাহিদ বলেন, লজ্জা এবং গর্ব পরিত্যাগ না করলে শিক্ষা-র্জন করা যায় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন "কি উত্তম আনসার রমনী গণ। দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখেনি।".....

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৪ পৃঃ ترك الحائض الصوم অধ্যায়ে আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—মহানবী (সঃ) ঈদুল আযহা অথবা ফিতরে নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং একদল মহিলার নিকট গমন করলেন এবং বললেন "হে নারী সম্প্রদায় তোমরা বেশী করে সদকা দান কর।".....হাফিজ আসকালানী (রাহঃ) বলেন, এজন্য অনেক ধর্মবেত্তা ঈদের নামাজে মেয়েদের উপস্থিতিকে জায়েয বলেছেন, তবে তাদের

www.pathagar.com

জামাত ফেৎনার ভয়ে পৃথক রাখতে হবে। এবং ইমামের জন্য পৃথকভাবে নারীদেরকে নসিহত করাও জায়েজ।

(৪) বুখারী শরীফের প্রথম খন্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা এক মহিলা মহানবী (সঃ)-কে হায়েজ অবস্থা থেকে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। .....হাফিজ আসকালানী (রহঃ) বলেন—এজন্যেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন যে—"দ্বীনকে বুঝার জন্য লজ্জা আনসার মহিলাদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।".....

হাফিজ আসকালানী (রহঃ) আরো বলেন—মহিলাদেরকে নসিহত করা, শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দান করা এবং অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যসমূহ জ্ঞাপন করা ও সদকা খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা জায়েজ এবং এ জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থাকা কর্তব্য।.....

কিতাব "আল-আইনী ৩য় খন্ড ২১২ পৃঃ বর্ণিত আছে, একদা মহিলা সাহাবীদের এক জামাতের আগমন ঘটে এবং তারাও উম্মে সলিম (রাঃ)-এর অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এ ছাড়াও "আল আইনী ২য় খন্ড পৃঃ ১২৩-এ বর্ণিত আছে যে, নূরী বলেন—মহিলাদেরকে উপদেশাদি দান করা, তাদের নিকট ইসলামের বিধি-বিধান ও পরকালের বর্ণনা দেয়া এবং সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা জায়েজ এবং এগুলো তখনই জায়েজ যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে—উপদেশ গ্রহণকারী ও উপদেশ দানকারীর মাধ্যমে কোন ফেৎনা ফাসাদ বা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(১) كفايت المفتى ج - ٢ صفحه ٣٥

زنانہ مدارس کا کھولنا اور جاری کرنا اور لڑکیوں کا تعلیم کیلیے وہاں جانا اور عورتوں کو ان کے صنف کے مطابق علوم و فنون سکھانا اور کتابت سکھانا یہ تمام امر شریعت کے مطابق اور مستحب ہیں، کیونکہ اذکا منبا تعلیم

www.pathagar.com

و تعلم کی تنظیم و تشکیل ھے، تعلیم کیلے اُجتماعی طور پر عورتوں کا ایک مقام پر جمع ھونا احادیث سے ثابت ھے اور اسی وجہ سے امام بخاری رح نے ایک باب اس عنوان کا باندھا ھے الخ -

(২) کفایت المفتی فی موضع آخر ج ۲ صفحہ—۳۶

اجمالا یہ کہ لڑکیوں کے اسکول صرف لڑکیوں کیلے مخصوص ھونے چاھے اور انکے لئے اسکولوں میں جمع ھونے اور آمد و رفت کے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں کہ فتنہ کا احتمال باقی نہ رھے نیک کردار اور پاکدامن عورتوں کو تعلیم وتربیت کی خدمت کیلے مقرر کیا جائے اگر معلمات نہ مل سکیں تو مجبورا نیک اور صالح قابل اعتماد مردوں کو معین کیا جائے اور انکی کڑی نگرانی کی جائے -

(৩) کفایت المفتی ج ۲ صفحہ ۱۴

شریعت مقدسہ اسلامیہ عورتوں کو کسی اسلامی خدمت سے جو ان کے لائق ھے منع نہیں کرتی پردہ کی محافظت کے ساتھ عورت مردوں کے مجمع میں تقریر کرسکتی ھے -

তরজমা :

(১) মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ও তা প্রচলিত রাখা, মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উক্ত স্থানে (শিক্ষায়াতন সমূহে) গমন করা এবং মেয়েদেরকে শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও লেখা পড়া শিখানো শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব, কেননা, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের শৃংখলাবিধান ও উদ্বুদ্ধকরণই তাদের উদ্দেশ্য।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য মেয়েদের যৌথভাবে কোনস্থানে গমন করা বিভিন্ন

www.pathagar.com

হাদীস দ্বারা সমর্থিত। এবং একারণেই ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়ের উপর একটি ভিন্ন অধ্যায় সংযোজন করেছেন। —কিফায়াতুল মুফতী,—২য় খন্ড।

(২) সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুল মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা উচিত। এবং তাদের জন্য স্কুলে সমবেত হওয়া ও গমন-প্রত্যাগমনের জন্য এমন ব্যবস্থা রাখা উচিত, যাতে বিশৃংখলা ও অবাঞ্ছিত কার্যক্রম সৃষ্টির কোন অবকাশ না থাকে। সৎকর্মশীল ও পুন্যময়ী মহিলাদেরকে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ করতে হবে। যদি মহিলা শিক্ষক (শিক্ষয়ত্রী) না পাওয়া যায়, তবে অপারগতাবশতঃ পুণ্যবান, সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত পুরুষকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।—কিফায়াতুল মুফতী, শেষ অধ্যায়—২য় খন্ড।

(৩) শরীয়াহ অনুযায়ী দ্বীনের খিদমতের জন্য নারীদেরকে পুরুষদের সমকক্ষ ভূমিকা গ্রহণে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। পর্দা পুরোপুরি সংরক্ষণের মাধ্যমে নারী পুরুষদের যে কোন সমাবেশে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। কিফায়াতুল মুফতী—২য় খন্ড।

নারী সমাজের বাস্তব চিত্র

মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার ভার একমাত্র পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর উপর। যদি তারা এর ব্যবস্থা না নেন তবে স্ত্রীলোক কারো কাছে গিয়ে জরুরী মাসলা-মাসায়েল জেনে নেয়া শরীয়তের হুকুম। ফতোয়া-ই-কাজী খান কিতাবে এর উল্লেখ রয়েছে।

উলামায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নায়েব হিসাবে সমস্ত উম্মতদের (নরনারী) দ্বীনি তালীমের জিম্মাদার বটে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মুসলিম নারী সমাজকে ইসলামী তালিম হতে বঞ্চিত রাখার কারণে পরকালে রসুল পাক (সঃ)-এর সামনে মুখ দেখাবার কোন পথ তাঁদের নেই।

www.pathagar.com

নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য এদেশে শুধুমাত্র শিশু বয়সে মকতবের শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। কিন্তু তাও অবজ্ঞা, অবহেলা আর অভিভাবকদের তথা আলিম সমাজের চরম উদাসীনতার কারণে সীমিত গণ্ডিতে আটকা পড়ে আছে। আমাদের দেশে গ্রামের মেয়েরা তাদের পড়াশোনার বয়সে ছোট ভাই বোনদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাকসাফে মায়েদের সাহায্য করা ইত্যাদি নানামুখী গৃহস্থালী কাজে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মক্তবের শিক্ষাও পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শতকরা ৮০ টি মক্তবই এমন যে, সেখানে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া হয়। আর কিছু কিছু মক্তবে নামাজের সামান্য তালীম দেয়া হয়ে থাকে। দ্বীনের পরিপূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষা সমূহের আর কোন ব্যবস্থাই নেই। এভাবে আমাদের জননীকুল শিশু বয়সেই দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিতা হয়, মাহরুমা হয়।

তারপর অল্প বয়সেই স্বামীর অধীন হয়ে যায় মেয়েরা। আমাদের দেশের শিক্ষার হার এমনিতেই নগন্য। তদুপরি দ্বীনের শিক্ষার হার তো পুরুষদের মধ্যেও নেহায়েত কম। সুতরাং একজন না ওয়াকিফ স্বামী (যার দ্বীনি জরুরী ইলম নেই) সে নিজে শরীয়তের অনুসরণ করবে কি করে, আর তার অধীনস্থদেরই বা কিভাবে পরিচালনা করবে।

স্ত্রী তার স্বামীর কাছে দ্বীনের মাসায়েল সম্পর্কে জানতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। কোন দ্বীনি লোকের শরণাপন্ন হতে বলা হলে রাগ করে উঠে। অথচ নারীজাতির নিজস্ব মাসায়েল হায়েজ, নিফাছ, ইস্তেহাজা ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এভাবে দুনিয়ার পরমাত্মীয় স্বামীর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন সম্পর্কে জানতে ব্যর্থ হয়। আজকে আমাদের নারী জাতি ফরজ কাজকেও ভঙ্গ করছেন। তাদের এ অবস্থায় যাঁরা এগিয়ে এসে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন, সেই নায়েবে রসুল (সঃ) উলামাগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক আলিম সাহেবানদের স্ত্রী এবং কন্যারাও দ্বীনের ইলম সম্পর্কে মূর্খ। কোন কোন সময় আগ্রহী স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে ভাল একজন ওয়ায়েজকে ডাকা হয়। অনেক আয়োজন, মাইকে প্রচা-

www.pathagar.com

রের ব্যবস্থা হয়। পুরুষরা সবাই ব্যস্ত। অনেক অতিথির সমাবেশ। ফলে মেহমানদারী করার জন্য মেয়েরা রান্না-বান্নার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। ওয়ায়েজ ও মেহমানদের চা নাস্তা খাওয়ানো, গরম পানি, পান ইত্যাদি সরবরাহ আর তৈরীতে মশগুল। ওয়াজও শেষ অপরদিকে খানাপিনাও শেষ।

পরে তাদের মহলের ও অন্দরের লোকদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ওয়ায়েজ হুযুর মাহফিল ত্যাগ করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব ওয়াজ হয় পুরুষদের উদ্দেশ্যে। মেয়েদের সম্পর্কে দু-এক কথা যা বলা হয় তা নিতান্তই বাস্তবতা বর্জিত। নারী সমাজকে দ্বীনি ইলম প্রদানের কোন উপদেশ তাঁরা দেন না। আবার অনেক সময় এও হয় যে, অন্দর মহল থেকে ওয়াজ শুনাও যায় না বা শুনার ব্যবস্থাও করা হয় না।

আমরা এত দুর্ভাগা নারী সমাজ যে, পুরুষ (স্বামী) আলিম হলেও কোন দিন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন না যে, তারা সূরা, কিরআত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি শুদ্ধ ভাবে আদায় করতে পারে কিনা।

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা, আরকান-আহকাম সম্পর্কে বাংলাদেশের কতজন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আলাপ আলোচনা করেন? কেবল ঘরে চাউল কি পরিমাণ আছে? বাজার লাগবে কিনা? অলংকারগুলো ঠিকমত রেখেছ কিনা? ইত্যাদি দুনিয়াবী খবরাদি ছাড়া আখিরাতের কথা থেকে স্ত্রীরা মাহরুমা; চাই তিনি শিক্ষিত হোন বা অশিক্ষিত, আলিম কিংবা মূর্খ।

এতো গেলো দ্বীনি ইলম সম্পর্কে। তাদের সামাজিক অবস্থার কথাই ধরুন না। নারী নির্যাতন, হত্যা, লুট, রাহাজানি, আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার সামাজিক অঘটনের সাথে দেখা যায় কোন না কোন ভাবে নারী জড়িত আছে। এটা নিছক আবেগের কথা নয়, বাস্তব সত্য। জাতীয় দৈনিক গুলো উল্টালেই এর প্রমাণ মিলবে।

গোটা জাতি যেন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন অবলা, অসহায় নারীদের সম্পর্কে কোন কিছু না ভাবলেই চলবে। আমাদের দাম্পত্য জীবনে নানাবিধ কলহ কিংবা অশান্তির কারণ নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা। কে না জানে

www.pathagar.com

বেশীর ভাগ আত্মহত্যার কারণ যুবক-যুবতীদের লাগামহীন জীবন যাত্রা আর অবাধ মেলামেশা। সামাজিক জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে এসব অল্প বয়সের তরুণ-তরুণীরা কতটুকু বোঝে? অথচ আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে এসব তরুণ-তরুণীরা অভিভাবকদের অবাধ্য হয়। স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায়। তথাকথিত প্রেমের মোহে জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। সহ-শিক্ষা কি এর জন্য বহুলাংশে দায়ী নয়? সহ-শিক্ষা থেকে সহ-অবস্থান এবং পরিণামে ফেৎনা। সুতরাং "ইলম" ও "আমলহীন" জীবনে ফিৎনা অবধারিত। হোক সে নারী অথবা নর।

অনেক পুরুষ দম্ভভরে নারীর সতীত্ব নিয়ে যত্রতত্র প্রশ্ন তুলেছেন। আবার নারীরাও পুরুষদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান। নারী এবং পুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলছেন। একটা জাতি বা সমাজ যখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয় তখন দেখা দেয় সর্বস্তরে ভাংগন। সমাজের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবার। পরিবারের সমষ্টি নিয়ে সমাজ। কিন্তু পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে কি ভাবে টিকে থাকবে পরিবার আর সমাজ। আমাদের সমাজে পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব কলহ শুধু দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর তা হচ্ছে ইলমে দ্বীনের অভাবে।

দ্বীনের ইলম প্রকাশ ও প্রচার ওয়াজেব এবং গোপন করা কঠিন হারাম

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝

অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা গোপন করে আমি যে সব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজেল করেছি মানুষের জন্যে। কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ঐ সমস্ত লোকদের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

অভিসম্পতিকারী গণেরও। ('আল কুরআন সূরা বাকারা আয়াত ঃ ১৫৮) আল্লাহতা'আলা মানুষের জন্য যে সব হিদায়াত অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা মহা পাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজে লানত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে।

"যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের ইলম জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।" —আল হাদিস।

"গূঢ় তত্ত্বের বিষয় সমূহকে এমন লোকদের কাছে গোপন করবে না, যারা তার যোগ্য। যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তা মানুষের উপর জুলুম হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য নয় তাদের সামনে হিকমাহ বা সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবে না। কারণ সেটা হবে সে বিষয়ের উপর জুলুম।"—আল-হাদিস।

"(শেষ জামানায়) আল্লাহ তা'আলা ইলম উঠিয়ে নেবেন না তাঁর বান্দাদের (অন্তর) হতে টেনে বের করে বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার দ্বারাই ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন তিনি (দুনিয়ার) কোন আলিমকেই বাকী রাখবেন না, তখন লোক অজ্ঞ জাহেলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসলা-মাসায়েল) জিজ্ঞাসা করা হবে। আর তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দেবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে।"—আল হাদিস।

"যে ব্যক্তি কুরআনের (ব্যাখ্যায়) নিজের আপন মত খাটিয়ে কোন কথা বলেছে- সে যেন তার স্থান দোজখে তৈরী করে নেয়।"—আল হাদিস।

"সেদিন বেশী দূরে নয় যখন আমার উম্মতের মধ্যে কোন কোন লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভে তৎপর হবে ও কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে যে, আমরা আমীর উমরাহের নিকট যাবো এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে পরে আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের নিকট থেকে সরে পড়বো।" —আল হাদিস।

বলাবাহুল্য এরূপ কাজ আমলহীন আলিম ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে

www.pathagar.com

না, কেননা স্বয়ং মালিক আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার তুল্য বস্তু আর কি হতে পারে ?

"যে আলিম ইলম শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন (নতুন নতুন) ইলম দান করবেন যা সে শিক্ষা করেনি।" অর্থাৎ ইলমে লাদুন্নী ও ইলমুল আসরার।—হিলইয়াতুল আউলিয়া।

'নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা স্থূলদেহ আলিমকে না পছন্দ করেন।" —বায়হাকী।

"কিয়ামতের দিন ঐ আলিম কঠোর আজাব ভোগ করবেন যিনি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে তদানুযায়ী আমল করেনি। অথবা সে শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়নি।"—জামে' সগীর।

"দোজখের মধ্যে এক (ভয়াবহ অগ্নিশিখা বিশিষ্ট) মাঠ আছে যার (যার ভয়াবহ দহন) থেকে স্বয়ং দোজখও প্রত্যহ চারশ'বার আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। সে (ভয়ানক) মাঠে রিয়াকার আলিমদিগকে প্রবেশ করানো হবে।"—আল হাদিস।

"আলিমগণ যদি পদে পদে স্বীয় ইলমের মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন (এবং যোগ্য পাত্র দেখে ইলম বিতরণ করতেন অবশ্য যে পরিমাণ ইলম শিক্ষা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ, উহার যোগ্যাযোগ্যের বিচার নেই, কিন্তু ইহার অধিক শিক্ষার জন্য পাত্র-মিত্র অনুসন্ধান করা কর্তব্য; কেননা অপাত্রে ইলম দান করা শত্রুর হস্তে অস্ত্র তুলে দেবার সমতুল্য; এভাবে বিচার বিবেচনা করে যদি তারা চলতেন) তবে তারা ইহুদী খৃষ্টানসহ যামানার সকলের সর্দার হতেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তারা দুনিয়ার রোজগারের মোহে পড়ে দুনিয়াদারদের নিকটে গিয়ে বে ইজ্জতী হন।'—ইবনে মাজাহ।

"হুযুর (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : (প্রকৃত) আলিম কারা ? তিনি উত্তর করলেন; যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন তারাই। হযরত ওমর (রাঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন : আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে ? হুযুর (সঃ) বল্লেন, (সম্মান ও সম্পদের) লোভ"।—দারেমী।

"কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহতা'আলার কাছে সর্বাধিক

www.pathagar.com

মন্দ ব্যক্তি সে ব্যক্তিই হবে যে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।" —দারেমী।

"কুরআন অধ্যয়নকারীদের (অর্থাৎ উলামাদের) মধ্যে তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি যারা আমীর ওমরাদের সংগে সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশা করবে।" —হাদিস।

"যে ইলম দ্বারা কারো উপকার সাধিত হয়নি তার উদাহরণ এমন এক ধন ভান্ডার যা হতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করা হয় না।" —আল হাদীস।

"কোন আলিমের কাছে যদি কোন মাসলা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি শরীয়াহ সম্মত কোন কারণ ছাড়াই তা গোপন করে রাখেন এবং জিজ্ঞাসুকে বলে না দেন, তবে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম (অগ্নিবল্গা) লাগান হবে"। —আল হাদিস।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

"নারী শিক্ষা যুগে যুগে"

রসূলের (সাঃ) আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

রসূলে করীম (সঃ) ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই দ্বীন শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে "দারুল আরকামে" সর্বপ্রথম মাদ্রাসার পত্তন করেন। এ শিক্ষা নিকেতনে রসূল (সঃ) স্বয়ং শিক্ষকতা করতেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষায়তনের প্রথম ছাত্র ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরাম।

পরবর্তীকালে রসূল (সঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন এ শিক্ষালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) ও হযরত মাসআব বিন উমায়রের (রাঃ) উপর। মদীনায় হিজরতের পর রসূল (সঃ) ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। সমগ্র পরিমন্ডল তখন তাঁর লক্ষ্যবস্তু। নানাবিধ বাধা বিপত্তি, প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা ও অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় করে শিক্ষা দীক্ষার প্রসারকল্পে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি স্থায়ীভাবে উক্ত শিক্ষানিকেতনের শিক্ষানবীশদের লেখাপড়া তদারকের জন্য আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইবনুল আসকে নিয়োগ করেন।

রসূল (সঃ) এর প্রচেষ্টা থেকে বুঝা যায় যে, যখন একমাত্র ইহুদী সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল না, তখন মুসলমানদের আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে কতখানি প্রচেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে এবং কতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হিজরতের দেড় বছর পর বদর যুদ্ধে থেকে যে ৬০/৭০ জন অমুসলমানকে

www.pathagar.com

বন্দী করে মদীনায় আনয়ন করা হয় তাদের ফেদীয়া নির্ধারণ করা হয় মাথাপিছু ১০টি শিশুকে লেখাপড়া শিখানো। এসব বন্দীদের কোন রকম আর্থিক যোগ্যতা ছিল না অথচ তারা পড়া লেখা জানতো। এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ অমুসলিমদের কাছ থেকে সহজ শর্তে লেখা পড়া শিখার সুযোগ লাভ করেছিল।

হযরত উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, "হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আমাকে সুফ্ফাতে লোকদিগকে লেখাপড়া এবং কুরআন শরীফ পড়াবার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।"

"সুফ্ফার মাদ্রাসা"

মসজিদে নবুবী সংলগ্ন শিক্ষানিকেতনকে মাদ্রাসা-ই-সুফফা বলা হতো। কা'বা শরীফের পরেই বিশ্ব মুসলমানের কাছে দ্বিতীয় পবিত্র স্থান এবং আদর্শ মসজিদ হলো মসজিদে নবুবী। আর এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল ইসলামী জীবন বিধান।

সুফ্ফা মাদ্রাসার স্থানীয় গরীব ছাত্র ও বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। এখানে কুরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও ফিকাহ শাস্ত্র পড়ানো হতো। এ মাদ্রাসাতেই রসুল (সঃ) নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ), হযরত আবু জার গিফারী (রাঃ) প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী সাহাবীগণ ছিলেন এ মাদ্রাসার অন্যতম ছাত্র।

দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে পড়াশুনা করতেন। তাঁদের দেখাশুনা ও চরিত্র গঠনের সকল ব্যবস্থাপনা রসুল (সঃ) নিজেই করতেন।

এছাড়াও মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে, মহল্লায় মসজিদ সংলগ্ন এরূপ আরো অনেক মাদ্রাসার পত্তন হয়। রসুল (সাঃ) এসব মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা

www.pathagar.com

করতেন। অল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লেখাপড়া জানা সাহাবী ইসলামের খিদমতে প্রস্তুত হয়ে যান। এমনি সময়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয় এখন থেকে সকল ধারকর্জ ও ব্যবসায়িক লেন-দেন লিখিতভাবে করতে হবে। ফলে লেন-দেন ও ধার সম্পর্কিত কাগজপত্র লেখার জন্যে বহু শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয়। কুরআন মজিদের এ নির্দেশ এমন এক সময়ে জারী হলো যখন মদীনায় লেখাপড়া জানা লোক যথেষ্ট। ফলে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে আর তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি।

শুধু দেশীয় ভাষা (আরবী) শিখেই যে তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। বিদেশে রসূল (সঃ)-এর দূত হিসেবে অথবা প্রচারক হিসেবে তাঁরা বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। কেউ কেউ রসূল (সঃ)-এর দোভাষী হিসেবেও কাজ করেন।

হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বিদেশী ভাষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে হযরত (সঃ) এর দরবারে 'মীর মুন্সী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ফারসী হাবশী, হিব্রু ও রোমান ভাষা জানতেন।

রসূলের (সঃ) আমলে পাঠ্য বিষয়

তদানিন্তন আমলে পাঠ্য বিষয়ে প্রধানতঃ পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, ফারায়েজ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইলমে তাজবীদ পাঠ্যভুক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকতেন তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। শারীরিক ব্যায়াম সম্পর্কেও তখন শিক্ষাদান করা হতো। শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহন, তীরন্দাজী ও অভিযান মূলক কসরৎও শিখানো হতো।—(জমউল জওয়ামে লিস সয়ূতী)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষাব্যবস্থা

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব ও পরিমণ্ডল আরো সম্প্রসারিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছে রসূল (সঃ)-এর বাণীর

www.pathagar.com

গুরুত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। রসুল (সঃ) এর ফরমান "বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাও আয়া"-অর্থাৎ "আমার পক্ষ থেকে এক আয়াত হলেও পেঁাছে দাও"—মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁরা শিক্ষার প্রচারকে আরো ব্যাপকতর করেন এবং ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলোকবর্তীকা ছড়িয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সাহাবাগণ সকল শিক্ষাদীক্ষার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন। মানুষের স্মরণ শক্তির আশ্রয় থেকে এবার তা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এ সময় শিক্ষক ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাপক ভাবে শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে মসজিদে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। যেখানেই কোন নতুন শিক্ষা নিকেতন পত্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত, রাতারাতি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হতো। শুরু হতো জ্ঞান শিক্ষার কাজ। মোদ্দাকথা এ যুগে মাদ্রাসা ও মসজিদ একীভূত ছিল।

সুতরাং একথা সুস্পষ্টভাবে বলা চলে, শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ ভিত্তিক। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে বিশেষত ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভিন্নভাবে শিক্ষানিকেতনের পত্তন হয়।

আমাদের যুগে মসজিদে যে কোন শিক্ষা গ্রহণকে অনেকে দোষণীয় বলতে চান। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি ছাড়াও মানুষকে আল্লাহর বিধান মেনে চলার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে যে কোন জ্ঞান, তাহজীব ও আখলাক সম্পর্কিত শিক্ষা মসজিদে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৎকালীন সমাজে মেয়েদের দ্বীনি তালিম সাহাবাগণ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে নিজেরাই ব্যবস্থা করতেন এবং পুরুষরা তাদের পরিবারস্থ নারীদের শিক্ষা দানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। রসুল (সাঃ) স্বীয় স্ত্রী (রাঃ)-দের ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। মা আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট বহু সাহাবা মাসলা মাসায়েল জানার জন্য আসতেন। তিনি ছিলেন ইলমে দ্বীন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারীনী। তিনি রসুলের (সঃ) পবিত্র হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

www.pathagar.com

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে নারী শিক্ষা

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও যতদূর জানা যায় উমাইয়া শাসনামলে মহিলাদের কিরআত, কুরআন অধ্যয়ন, লেখা, ইলমে নহু, ইলমে হাদিস শিক্ষা দেয়া হতো।

তৎকালীন সময়ে সকিনা নাম্নী জনৈকা মহিয়সী মহিলা মেয়েদের শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আব্বাসীয় আমলে মহিলাদেরকে হাদীস শরীফ পড়ানো হতো। করীমা-তুল খুরুযিয়া এবং ওয়াত তনুখিয়া নাম্নী দু'জন মহিলা পবিত্র হাদীস শরীফের ওস্তাদ ছিলেন। আয়েশা বিনতে আহমেদ ও ইলমের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি কাব্যচর্চা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। (তওকীত, ৪০০ হিঃ)

ওস্তাদ আল মোশতারেক বিরুন-এর বিবরণ থেকে জানা যায় খলীফা হারুন অর-রশীদ মহিলা শিক্ষিকাদের সর্বোচ্চ ১০ হাজার দিনার বেতন প্রদান করতেন।

দু'জন উদারপ্রাণা মহিলা

বস্তুতঃ ইসলামে নারী শিক্ষার পথিকৃত হলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। তিনি আমাদের জননীকুল তথা নারী জাতির জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, চিরদিন মানব জাতি সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে যুগে যুগে বহু মুসলিম নারী ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে বিশেষতঃ দ্বীনি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ায় এগিয়ে এসেছেন। আমাদের জন্য খুবই গৌরবের কথা যে, এই উপমহাদেশের কিছু সংখক মহিয়সী নারী এক্ষেত্রে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।

"আল্লাহ তা'আলার ঘর ও রসুলের (সঃ) পবিত্র রওজা মোবারকের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বাংলার অনেক সাধক মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। অনেকে আবার মুসাফির খানা, খানকাহ,

www.pathagar.com

মাদ্রাসা ও পানীয় জলের সুব্যবস্থার লক্ষ্যে বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছেন। পবিত্র শহর মক্কার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এ পুন্য নগরীতে দুটো নহর রয়েছে একটি পানির এবং অপরটি ইলমের। দু'টো নহরেরই প্রতিষ্ঠাত্রী দু'জন পুণ্যময়ী নারী। পানি নহরের নাম 'নহরে জুবায়দা'। খলীফা হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী বেগম জোবায়দা এ নহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আর "ইলমের নহরটির নাম মাদ্রাসা সওলতিয়া"। এটি অবিভক্ত বাংলার এক পুণ্যময়ী মহিয়ষী নারী বেগম সওলতুন্নেছার অজয় কীর্তি। সওলতিয়া মাদ্রাসা দেড় শতাব্দীকাল অবধি মক্কাশরীফের সর্ব প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাত ছিল। বেগম সওলতুন্নেছা এ প্রতিষ্ঠানের জন্যে যে বিপুল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে গেছেন তা থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানেও সৌদী রাজ পরিবার এই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে থাকেন।১

"কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলিম মহিলা শিক্ষাবিদ"

(১) আল নসীফা বিনতে আবি মোহাম্মদ—ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) আমলে শিক্ষা মজলিশের সদস্যা, তিনি নিজেই একটি ইলম শিক্ষা মজলিশ পরিচালনা করতেন।

(২) উম্মুল মুয়ায়েদ-তিনি একজন বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন।

(৩) ফখরুন্নেছা-তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস এবং লেখিকা।

(৪) করিমাতুল খুরুরিয়া-পবিত্র বুখারী শরীফের শিক্ষিকা ছিলেন।

(৫) অততনুখিয়া-পবিত্র বুখারী শরীফের উস্তাদ।

(৬) আস সৈয়দাতুল মোনাছাতুল আইয়ুবীয়া—তিনি গাজী সালাউদ্দিন সুলতানের বোন, একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ।

(৭) সামিয়া বিনতিল হাফেজ

(৮) জনয়ন বিনতে আবদুল লতিফ

(৯) শহীদা বিনতিল আমরী—মুহাদ্দিছা

(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ঃ আরববাসীদের ভূমিকা)।

www.pathagar.com

(১০) আল উরুজিয়া জারিয়া ইবনুল মুতরফ-সাহিত্যিক।

(১১) মরিয়ম বিনতে আবু ইয়াকুব উল আনসারী—সাহিত্যিক এবং মেয়েদের সাহিত্য শিক্ষা দিতেন।

(১২) উম্মুল দারদার পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ বিষয়ক।

(১৩) সিতউম্মুল মুয়াইদ—ঐতিহাসিক ও জীবনীকার, ইবনে খালিকানের শিক্ষয়িত্রী।

(১৪) আয়শা আল হাম্বলিয়া—আল আসকালীনির শিক্ষয়িত্রী।

(১৫) উম্মুল খাবের—ষোড়শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

নারীদের জন্য ভিন্ন তালীম

মহিলাদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা পুরুষের কর্তব্য। তাদের দ্বীনি তালীমের একমাত্র দায়িত্ব পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং স্বামীর উপর। তারা এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। নর-নারীর শিক্ষা অর্জন যেহেতু ফরজ-ই-আইন সেহেতু বিনা ওজরে ফরজ তরক করা শক্ত গোনাহ্।

কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদের স্ব স্ব গৃহে শিক্ষালাভ করা জরুরী। একজন পিতা, ভাই, স্বামী বা পুত্রসহ যে কোন মাহরম ব্যক্তির কাছে দ্বীনি ইলম গ্রহণ করায় কোন ফিৎনা বা ফাসাদের আশংকা থাকে না।

আর যদি এরূপ কোন সুযোগ না থাকে তবে মহিলাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ নির্দেশিত ফরজ কাজ আঞ্জাম দিবার জন্যে অন্যত্র গিয়ে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাজী খান কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

الاستفسار — امرأة احتاجت الى واقعة وزوجها جاهل ولا يسئل هو من العالم ايضا — هل لها ان تخرج بنفسها لتسئل منها -

والاستشهاد — نعم اذا امتنع الزوج من سوال من العالم وكانت الواقعة مما احتاجت اليه ولا يحصل العلم بها الا بالسوال من العالم يجوز لها ان تخرج فان طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسلم فيما احتاج اليه (كذا فى فتاوى قاضيخان)

অর্থাৎ : যদি কোন মহিলা এমন কোন ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন যে, আলিম ব্যতীত সে সমস্যার সমাধান করা যাবে না, অথচ তার স্বামী মূর্খ, এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে স্বয়ং ঐ বিষয়ে জানার জন্য বেরিয়ে পড়া ঠিক হবে কি-না ?

www.pathagar.com

হাঁ, যদি স্বামী আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করতে নিষেধও করে অথচ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন এবং আলিমকে জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে কোন সমাধানে পেঁছাও সম্ভব নয়। তখন ঐ মহিলার জন্য বেরিয়ে পড়া জায়েজ, কেননা জ্ঞান আহরণ প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য ফরজ, যার দিকে সে মুখাপেক্ষী।—ফতওয়া কাজী খান।

সমাজ ব্যবস্থার উদাসীনতা, আলিম সমাজের অবহেলা ইত্যাদি কারণে শতকরা একশ ভাগ মহিলার পক্ষে নিজ গৃহে দ্বীনের ইলম অর্জন করা অসম্ভব এবং এ জাতীয় কোন প্রকার ইন্তেজাম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হাজার কিংবা কয়েক হাজারের মধ্যেই দু'একজন মহিলাকে দ্বীনি তালীমের প্রয়াস নিতে দেখা যায়। ফলে দেশ ও জাতি ক্রমশঃ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ অবক্ষয়কে মোকাবিলা করার জন্যেতো বটেই শরীয়তী বিধান মেনে চলার জন্যেও দ্বীনি তালীম অবশ্য কর্তব্য।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পবিত্র গ্রন্থ বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে কিতাবুল ইলমের মধ্যে মহিলাদের দ্বীনি তালীম ও তবলীগের আলাদা একটি (ফিৎনামুক্ত) ব্যবস্থা বা পরিবেশ রচনা করার কথা বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা তিনি জোরালো যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, মুসলিম মহিলা সমাজ তথা আমাদের ফিৎনা সয়লাবে ভাসমান জননীকুলকে ইলম-ই-দ্বীন শিক্ষার জন্য একটি পৃথক মজলিশ বা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিৎ।

باب هل يجعل للنساء يوم على حدة فى العلم -

عن ابى سعيد الخدرى رض قال قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن الحديث -

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা মহিলা সম্প্রদায় মহানবী (সঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, পুরুষগণ দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণে আপনার নিকট অধিক অগ্রগামী, (অর্থাৎ পুরুষদের কারণে আমরা আপনার নিকট থেকে শরীয়ত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছিনা।) সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। সেমতে মহানবী (সঃ) তাদের সাথে ওয়াদা করিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে তাদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে দ্বীন সম্পর্কিত উপেদেশাদি প্রদান করলেন।

এই হাদিস থেকে আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশ পাই যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের জননীকুল নারী জাতির জন্যে দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতঃ ব্যাপকভাবে মহিলাদের মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা একান্ত কর্তব্য।

বহুল প্রচারিত বেহেশতী জেওর কিতাবের প্রথম খন্ডে দস্তুরুল আমলের নবম ধারায় এরি প্রেক্ষিতে হাকীমুল উম্মত মুজাহিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) গ্রামের বালিকাদের একত্রকরতঃ দ্বীনি তালীম প্রদান করার নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার হাজার লাখো শোকর যে আজ মুসলমানরা ফিৎনা-ফাসাদ, বেপর্দা ও অত্যাধুনিকতার সয়লাবে জর্জরিত মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার প্রয়াজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত পাকিস্তানেও বহু মহিলা মাদ্রাসা বা মজলিশ রয়েছে।

হাকীমুল উম্মতের এ হাকীমানা তদবীর আজ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে এবং এর থেকে দুনিয়াবী ফিৎনাকে রোধ করা ও আমাদের জননীকুল নারী জাতির অশেষ দ্বীনি ফায়দা হাসিল হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এ খিদমতটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বড়ই নাজুক ও কঠিন। নিয়ম নীতি ও শরীয়তের আদবের বরখেলাফের কারণে যা পরিণত হতে পারে মারাত্মক পাপের উৎসে। তখন ফেৎনাকে উচ্ছেদ করাতো দূরের কথা বরং ফিৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। হাদিস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে যে, মেয়েলোক যখন ঘর থেকে বের হয় তখন দুষ্ট শয়তান সুযোগের সন্ধান করতে থাকে। অন্য হাদিস শরীফে বয়ান করা হয়েছে যে, মেয়েলোক হচ্ছে শয়তানের ফাঁদ। সুতরাং এ ফিৎনার যুগে এ ব্যাপারে সাবধানতা আরো বেশী করে প্রয়োজন। স্থান, কাল, পাত্র বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের জননীকুল মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা তালীমের কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন।

আশার কথা, বাংলাদেশেও কিছু বালিকা/মহিলা মাদ্রাসা চালু করা

www.pathagar.com

হয়েছে, কিছু তাবলীগী মজলিশের আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত ও রহমত। তাঁর শোকর যে তিনি আমাদের সমাজে প্রচলিত ফিৎনাকে রোধ করার পথ খুলে দিচ্ছেন।

কি করে প্রতিটি ঘরে ঘরে তালীমুন্নেছওয়ান চালু হবে এ জন্যে তাবলীগ জমাতের সেরপোরস্ত দিল্লী নিজামুদ্দিনের হযরত মাওলানা ইন-আমুল হাসান্ সাহেব (দামাত বারাকাতুহু) বলেন, মাসতুরাতে ইস্তেজাম গুলোকে এমন ভাবে চালু করা হোক যাতে এর ভিতর থেকেই এমন মহিলা তৈরী হয় যারা স্বতন্ত্র-ভাবে ইজতেমা চালু করতে পারে। তখন ঐ মহিলা দ্বারা অপর মহল্লায় স্বতন্ত্র তালীমি মজলিশ কায়েম করা হবে। আরো কিছুদিন পর প্রত্যেকটা মজলিশ থেকেই আরো কিছু মজলিশ পরিচালিকা মোয়াল্লিমা তৈরী করতঃ আরো স্বতন্ত্র ছোট ছোট মজলিশ কায়েম করতে হবে। এভাবে কাজ করে গেলে অচিরেই মেয়েদের তালীমি মজলিশ নিজেদের পরিবারভুক্ত হয়ে ঘরে ঘরে চালু হবে।

বাংলাদেশের কয়েকটি বালিকা/মহিলা মাদ্রাসা ও মজলিশ

	নাম	ঠিকানা
(১)	মীরপুর মহিলা মাদ্রাসা	মীরপুর ১২, ব্লক—৩, ঢাকা
(২)	ঢাকা মাদিনাতুল উলুম মডেল ইনস্টিটিউট বালিকা মাদ্রাসা	১নং রেল গেইট, তেজগাঁও, ঢাকা।
(৩)	টংগী (রানাভোলা) আজিজিয়া ইসলামী উচ্চ বালিকা মাদ্রাসা	রানাভোলা, টংগী, ঢাকা।
(৪)	মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত	১/বি গ্রীনওয়ে কিছুক্ষণ, মগবাজার, ঢাকা।
(৫)	আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা	সোনারং, থানা-টংগীবাড়ী, বিক্রমপুর।
(৬)	মাহমুদা খাতুন মহিলা মাদ্রাসা	মাহুতটুলী, ঢাকা।

www.pathagar.com

(৭)	মোহাম্মদপুর বালিকা মাদ্রাসা	মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
(৮)	হাইলধর ইসলামী উচ্চ বালিকা মাদ্রাসা	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
(৯)	চট্টগ্রাম সলিমা খানম মহিলা মাদ্রাসা	৮১, শহীদ খালেদ সাইফুদ্দিন রোড, চট্টগ্রাম।
(১০)	গাফফারিয়া অবৈতনিক মহিলা মাদ্রাসা	৮, আবদুস সাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ রোড, চট্টগ্রাম।
(১১)	চট্টগ্রাম তাবলীগী মহিলা মজলিশ	চট্টগ্রাম।
(১২)	কেশবপুর দারুল উলুম মহিলা আলীয়া মাদ্রাসা	কেশবপুর, যশোর।
(১৩)	নেয়ামতিয়া মহিলা মাদ্রাসা	যশোর টাউন।
(১৪)	আফসারুদ্দীন বালিকা মাদ্রাসা	কুষ্টিয়া টাউন।
(১৫)	সমতুল্লাহ দাখেলী বালিকা মাদ্রাসা	শেরপুর টাউন, বগুড়া
(১৬)	বামার কান্দি বালিকা মাদ্রাসা	শেরপুর, বগুড়া
(১৭)	হাশেমিয়া মহিলা মাদ্রাসা	কক্সবাজার।
(১৮)	পাবনা মহিলা মাদ্রাসা	পাবনা টাউন।
(১৯)	কিশোরগঞ্জ বালিকা মাদ্রাসা	কিশোরগঞ্জ।
(২০)	কাকুড়াবুনিয়া বালিকা মাদ্রাসা	মঠবাড়িয়া পিরোজপুর।

দেশের অন্যান্যাঞ্চলের মহিলা মাদ্রাসা ঃ

	নাম	ঠিকানা
(১)	ফেনী মহিলা মাদ্রাসা	ফেনী, নোয়াখালী।
(২)	মাদ্রাসাতুল বানাত	চরবংশী, রায়পুর।
(৩)	দারুল উলুম ইসলাহুল বানাত,	তিলপাড়া, বরুংগা বাজার
(৪)	হাতিয়া মহিলা মাদ্রাসা (প্রাথমিক)	আফাজিয়া, নোয়াখালী।
(৫)	ইসলামিক মহিলা মাদ্রাসা	শাহ মোস্তফা রোড, মৌলভী বাজার, সিলেট।
(৬)	মাসতুরাতুল বানাত	গ্রাম/ডাকঘর—ওমরগঞ্জ বাজার কানাই ঘাট, সিলেট।

www.pathagar.com

(৭) মাসতুরাতুন নেসওয়ান	গ্রাম—মুন্সী বাজার, ডাকঘর—মুন্সী পাড়া, জাকীগঞ্জ, সিলেট।
(৮) লৌহাদী দারুল উলুম জুনিয়র বালিকা মাদ্রাসা	লৌহাদী, গাজীপুর।
(৯) বীর বাথুরা দাখিল মাদ্রাসা	বাথুরা।
(১০) রাজাপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	রাজাপুর।
(১১) রিয়াজুল জেনান বালিকা মাদ্রাসা	
(১২) নাদীরা কুরআন মহিলা মজলিশ	নাদীরা মঞ্জিল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কুমিল্লা।

এছাড়াও কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, জামালপুর, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোহর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাংগামাটি প্রভৃতিতে বিগত ৩ বৎসরে প্রায় শতাধিক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে এগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করা গেলনা।

এছাড়া, পারিবারিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকেও মহিলারা বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। এ ধরনের ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় প্রচলিত আছে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি মাদ্রাসার নাম উল্লেখ করা হলো :

(১) ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা,	চট্টগ্রাম।
(২) কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা	কুষ্টিয়া।
(৩) শক্করবাটী আলীয়া মাদ্রাসা	চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী।
(৪) হাশেমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
(৫) আয়জাবাদ আয়ডাং মজিদিয়া মাদ্রাসা	মহিমাগঞ্জ।
(৬) বিহিগ্রাম এ, জি, ইউ, সিনিয়র মাদ্রাসা	শেরপুর।
(৭) হাতিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা	আফাজিয়া, নোয়াখালী।
(৮) হাতিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা	হাতিয়া, নোয়াখালী।

www.pathagar.com

মসজিদ ও খানকাহ

রসুল (সঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মসজিদ-ই-নববী সংলগ্ন ছিল ইলমে দ্বীন শিক্ষার নিকেতন বা মাদ্রাসা-ই সুফফা মসজিদ ছিল হুযুর পাক (সঃ)-এর সেক্রেটারিয়েট। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক সব কিছু ছিল মসজিদ ভিত্তিক।

এ ব্যবস্থা খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়া এমনকি পরবর্তীকালেও এই উপমহাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

মাদ্রাসা মূলতঃ ইসলামী জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। আর মসজিদ হচ্ছে ইবাদত গাহ। একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে শিক্ষা, সমাজ সেবা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি হচ্ছে ইবাদতের অংগ। দ্বীনের কাজে ও দ্বীনের নিয়তে প্রত্যেকেই তার কর্মস্থলকে ইবাদতগাহ হিসেবে মনে করতে পারেন।

রসুল (দঃ)-এর শ্রুতলিপিকার হযরত মাবিয়া (রাঃ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। তাদেরকে ধর্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তাঁর সকল তৎপরতা ছিল মসজিদ ভিত্তিক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় গুলোকে মক্তব বা কুত্তাব নামে অভিহিত করা হতো। তাও ছিল মসজিদ ভিত্তিক।

ইসলামের আবির্ভাবের পরবর্তী কয়েক শতকে নারীশিক্ষা স্বাভাবিক গতিতে ছিল। পরে মুসলিম ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের সাথে ইসলামী শিক্ষা দিনে দিনে তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। বস্তুত হাদীস শরীফে একাধিক উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ দিবস সংরক্ষিত ছিল।—(বুখারী, ইলম বাব এবং ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন)

রসুল (সঃ) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগনের অনুকরনে এই উপ-মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত বড় বড় শহর বন্দরে বহুদায়তনের মসজিদ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এসব বৃহদাকার প্রাচীন মসজিদের নির্মাণ ও স্থাপত্য কৌশল প্রত্যক্ষ করলে সহজেই একথা প্রতীয়মান হয় যে, এসব মসজিদগুলো শুধু নামাজ বা ইবাদতের জন্যেই নির্মাণ করা হয়নি। এখানে প্রতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান চর্চা চালু ছিল। প্রাংগনের বাইরে এখনো এসব প্রাচীন মসজিদে ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট হুযরার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এ সকল হুযরাতে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা অবস্থান করতেন। ঢাকা নগরীর বেশ কিছু প্রাচীন মসজিদ এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন খানকাগুলোতেও অনুরূপভাবে লেখা পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষা চলতো। জ্ঞানানুশীলন ও তপস্যা নিয়ে যে সব আলিম ও সুধীবৃন্দ খানকাতে পীর মাশায়েখ গণের নিকট অবস্থান করতেন, তাঁরা সেখানে ধর্মীয়ও আধ্যাত্মিকসহ অন্যান্য শিক্ষা পেতেন।

খানকা ও মসজিদে প্রচলিত এ ব্যবস্থা আজো কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হয়। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল নিতান্ত হাতে গোনা। উদ্যোগীর সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে স্বল্প পরিশ্রম ও অল্পব্যয়ে মুসলমানদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা মসজিদ ভিত্তিক হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল। আজকে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে বহু মাদ্রাসা তারই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী শিক্ষার এই সার্বজনীন অধিকার থেকে এ দেশের মহিলারা মাহরুমা। আজ আমাদের দেশে মসজিদ ভিত্তিক বালিকা মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা এবং বয়স্কা মহিলাদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

মসজিদ ভিত্তিক বালিকা মাদ্রাসা

"সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম আর কে, যে আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর যিকির ও ইবাদত করা হতে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদ অকেজো করার চেষ্টা করে।" —আল-কুরআন।

পবিত্র কাবা শরীফ হচ্ছে বিশ্বের পবিত্রতম আল্লাহর ঘর। গোটা বিশ্ব পবিত্র কাবামুখী হয়ে পরম স্রষ্টার কাছে শির অবনত করে থাকে। মুসলিম দুনিয়ার

www.pathagar.com

এ এক অভিন্ন কিবলা। মুসলিম উম্মাহর বিশ্বজনীন ঐক্যের প্রতীক হচ্ছে কাবা শরীফ। আর গোটা বিশ্বের অসংখ্য মসজিদ হচ্ছে পবিত্র কাবা বা কিবলা শরীফের প্রতিচ্ছায়া।

পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কিবলা শরীফের পরই মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান ও আদর্শ মসজিদ হচ্ছে মসজিদে নববী। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মদীনা শরীফের মসজিদুন্নবী ছিল মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র।

বাংলাদেশে প্রায় দায় দু'লক্ষ মসজিদ আছে। এ মসজিদ গুলোর অবস্থা ও অবস্থান সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। যে কোন মসজিদ পরিচালনার জন্য আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন হচ্ছে একটি শক্তিশালী পরিচালক মণ্ডলী। প্রয়োজন উদ্যোগী ও শিক্ষিত মুসল্লী নিয়ে গঠিত পুনর্গিং কার্যকরী কমিটি। বাংলাদেশের প্রায় সকল মসজিদ আর্থিকভাবে অত্যন্ত দৈন্যদশায় পতিত। সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ পরিকল্পনার অভাবে মসজিদগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই মসজিদকেই কেন্দ্র করে একদিন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল ইসলামী জীবন বিধান। রসুল (সঃ)-এর বাসগৃহ ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন। এটা ছিল তাঁর পবিত্র দপ্তর ও ইবাদতগৃহ। ইসলাম বলে রুকু, সিজদা, কিয়াম, মুনাজাত আল্লাহর জমিনের সর্বত্রই করা চলে। তাই এখানে বসে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনাসহ ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় বিষয় অনুশীলন করেছেন। মদিনার মসজিদকেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম উম্মাহর আদর্শ মসজিদরূপে। এখানে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রীয় মেহমানকে আপ্যায়ন করেছেন, নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত। মসজিদে নববী ছিল তখনকার দিনে প্রধান বিচারালয়।

এ মসজিদে নববীতে পথিক, গৃহহীন, আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থলও ছিল। গবেষণা, কুতুবখানা, শিক্ষানিকেতন আর চিকিৎসালয়। সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের বিভিন্ন মুখী সমস্যার আলোচনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও নির্দেশনার কেন্দ্রস্থল ছিল মসজিদে নববী। এই মসজিদের অনুকরণে আজ গোটা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানিনে এই

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ মসজিদের কয়টিতে আজ রসুল (সঃ)-এর মহান আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে। রসুল (সঃ)-এর যুগের মসজিদে নববী মুসলিম বিশ্বের একমাত্র আদর্শ তথা চিরস্থায়ী মডেল। তাই এই মসজিদকেই পবিত্র মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর আসল আদর্শের রূপরেখা সামনে রেখে বিশ্বের সর্বত্র ও সকল মসজিদ গড়ে উঠুক এই হোক আমাদের মোনাজাত। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পবিত্র ইবাদতের জন্যে। আর ইবাদতের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হচ্ছে মসজিদ। "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ও নিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার।"—আল হাদিস।

মসজিদে সালাত বা নামাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিটি কর্মই হওয়া উচিৎ এক একটি পবিত্র ইবাদত। যে কোন পরিবেশে বা যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহকে সামনে রেখে খালিস নিয়তে ও ইবাদতের পবিত্র হালতে যে কোন কাজ করলেই তা আল্লাহর কাছে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং সকল গৃহ, অফিস, আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই হবে মসজিদের সম্প্রসারিত অংশ। তাই সকল কাজে ও কর্মে মহান দ্বীন আল-কুরআনের শাশ্বত বাণী এবং রসুল (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নতের পাবন্দ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। হুযুর পাক (সঃ) যা করেছেন আর যা কিছু বলেছেন তাকে অনুসরণ করাইতো সুন্নত।

সুতরাং আমি বলতে চাই মসজিদে আসার আহবান শুধু মাত্র নামাজের জন্যেই নয়, একই সাথে ফালাহ্ বা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যেও আহবান করা হয়। মসজিদ শুধু ধনী বা ব্যক্তি বিশেষের জন্যে নয়, মসজিদ ধনী-নির্ধন, কাল, সাদা সকল প্রকার মানবের জন্যে। রসুল (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ—

"আমার উম্মতের উপর এমন জমানা আসবে, যখন তারা পরস্পর প্রতিযোগীতামূলকভাবে (বড় বড় ও সুন্দর, সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু আক্ষেপ, ঐ সমস্ত মসজিদ অতি সামান্যই আবাদ হবে।"—আল হাদিস। মনে হয় আমরা প্রতিনিয়ত সেই দুভাগ্যকে কাছে টেনে আনছি।

মসজিদ মুসলিম সমাজের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। স্নায়ুর সংগে সংযোগহীন সমাজ প্রাণহীন দেহতুল্য। স্নায়ু দুর্বল এবং বিকল হলে যেমন ব্যক্তি

www.pathagar.com

সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় না। তেমনি মসজিদ কর্মহীন বা মৃত হলে সুস্থ ও গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, রসুল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববী হতে কিংবা তাঁর অনুসৃত নীতি বা আদর্শ হতে বিচ্যুত হবার পর শুরু হয়েছে আমাদের ধ্বংস ও নানাবিধ অনাচার।

ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার কারণে আজ আমাদের নারী জাতির উপরে এত নির্যাতন। জাতি আজ চরম অধঃপতনের দিকে পা বাড়াচ্ছে। পরিবারের কর্তা বা স্বামীর উদাসীনতার কারণে অগণিত পরিবার ও জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই নারী জাতির শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সে শিক্ষা হওয়া চাই প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা, দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জানার শিক্ষা। নারী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাংগীনী। বলগাহীন ছুটে চলার নীতি মুসলিম নারী সমাজের জন্য নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরদের সামনে যে মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা থেকে রেহাই পেতে হবে।

এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হলে মসজিদে নববীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিটি মসজিদে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের বিশেষ তালিমের ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন মনে করছি।

এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি মসজিদে সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি শক্তিশালী দ্বীনদার সংগঠিত কমিটি। এরূপ কমিটি অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ঃ—

(ক) কমিটি ইমাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে নারী শিক্ষা চালু করতে পারলেন।

(খ) এতদুদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে পাড়ায় পাড়ায় ও বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্য নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর ওয়াজ নসিহত করতে পারেন।

(গ) বেপর্দা বেহায়াপনার কুফলের বয়ান করতে পারেন।

(ঘ) কুরআন শরীফ পাঠদানের পর অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদেরকে ইলমে নাহু, ইলমে আদব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

(ঙ) সাবালিকা মেয়েরা পড়তে আগ্রহী হলে কমিটি মসজিদে কিংবা মক্তবে বিশেষ পর্দার ব্যবস্থা সহ ইলমে দ্বীন শিক্ষার "অগ্রগামী কোর্স" চালু করতে পারেন।

(চ) প্রাথমিক পর্যায়ে ইমাম সাহেবের বেতন সামান্য বৃদ্ধি করে এই ধর্মীয় শিক্ষা চালু করা যেতে পারে।

সবচেয়ে উত্তম হয় যদি কোন আলিম তাঁর স্ত্রী বা মাহরুমাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দ্বারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা চালু করেন।

(ছ) যদি আগ্রহী ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে কমিটি জনগণের সহযোগীতায় প্রয়োজনে দু'চারজন হাদিস পাঠদানকারী শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা করে সহজে ও অতি স্বল্প ব্যয়ে বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

দেশে বর্তমানে প্রায় শতাধিক বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবশ্যি এর বেশীর ভাগই মসজিদ ভিত্তিক নয়। আমি মনে করি মসজিদকে কেন্দ্র করে যদি নারী শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে স্বল্প সময়ে অভাবনীয় সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। কারণ মসজিদে বালিকা মাদ্রাসা করা হলে প্রাথমিকভাবে ঘর নির্মাণের জন্য কোন ব্যয় করতে হবে না। বাংলাদেশের প্রায় দুই লক্ষ "আল্লাহর ঘরকে" মহিলা মাদ্রাসার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

মসজিদ কমিটি, একান্ত প্রয়াস নিলে দেশের দু'লক্ষ মসজিদকে কেন্দ্র করে সর্বত্র বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়। ধীরে ধীরে সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে সেখানে পূর্ণাংগ মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ইনশাআল্লাহ। কারণ বিগত কয়েক বছরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু প্রাথমিক নারী শিক্ষার ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দু'লক্ষ মসজিদ এ ধরনের প্রচেষ্টা পেলে বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষায় নারী জাগরণ এনে দিয়ে বেপর্দা নগ্নতা ও উশৃংখলতার চরম পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, দেশের দু'লক্ষ মসজিদ কমিটির কাছে সবিনয় আরজ আমার প্রস্তাবটি গুরুত্ব ও ইবাদতের অংগ হিসেবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই সকল দ্বীনি কাজের সহয়তা দান করবেন। তিনি সকলকে এ কাজে তৌফিক দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

দরসে নিজামিয়ার ইতিহাস

আমাদের উপমহাদেশে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার শিক্ষন পদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকায় দরসে নিজামিয়ার অনুসরণ করা হতো। সুতরাং এদেশের মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতির সংগে জড়িত আছে দরসে নিজামিয়ার ইতিহাস।

এ দরসে নিজামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লক্ষ্ণৌর সাহালী নিবাসী মোল্লা নিজাম উদ্দিন সাহালুভী (জন্ম ১০৮৯ সাল ১১৬১ খৃঃ) তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

এ দরসে নিজামিয়ার স্বর্নোজ্জ্বল ইতিহাসকে যদিও আজ আর সবাই পুরোপুরি অনুসরণ করছে না তথাপি এ দেশের কোন মাদ্রাসা দরসে নিজামিয়ার সিলেবাসের প্রভাবমুক্ত নয়। অবশ্য আজো দরসে নিজামিয়ার দরসের হুবহু অনুকরণে ২/১ টা মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে উপমহাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দুটো ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। একটি সরকারী (বর্তমান) অনুদান প্রাপ্ত আলিয়া নেছাব এবং অপরটি হচ্ছে বে-সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দী নেছাব।

দরসে নিজামিয়ার বৈশিষ্ট্য

এ সিলেবাসের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ—

(ক) প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত দু'একখানি পুস্তক।

(খ) কোন বিষয়ের অত্যন্ত সুলিখিত ও অনবদ্য একখানি পুস্তক।

(গ) তর্কশাস্ত্র (মানতেক) এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রাধান্য সর্বাধিক।

(ঘ) হাদিস গ্রন্থাবলী থেকে শুধুমাত্র মিশকাত শরীফ।

(ঙ) সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যা নেহায়েৎ সীমিত।

www.pathagar.com

এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুশীলন। অতি সংক্ষিপ্ত এ সিলেবাস সমাপ্ত করা ছাত্রের কাছে আরবী ভাষার যে কোন পুস্তক দুরূহ বোধ হতো না। এটা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সোনা ফসল। যে কোন ছাত্র ১৬/১৭ বছরে কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম ছিল। ফলে এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সমগ্র উপমহাদেশের ছোট বড় সকল মাদ্রাসায় এই সিলেবাস অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনের নীরিখে বর্তমানে দরসে নিজামিয়ার অনেক খানি পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে এ দেশের মাদ্রাসাগুলোতে যে দরসে নিজামিয়া চালু আছে তার সাথে প্রাথমিক যুগের দরসে নিজামিয়ার বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (মালাকাতে শিবলী)

দরসে নিজামিয়ার সিলেবাস

(ক) ছরফ ঃ মিজান মুনশাইব, ছরফেমীর, পাঞ্জে-গাঞ্জ, জুবদা, ফসুলে আকবরী ও শাফিয়া।

(খ) নহু ঃ নহুমীর, শরহেমিয়াতে আমেল, হেদায়েতুননাহু, কাফিয়া, ও শরহেজামি।

(গ) মানতেক ঃ ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজীব, শরহে তাহজীব, কিবতী মা'মীর ও ছুল্লুমুল উলুম।

(ঘ) হিকমাহ ঃ (বিজ্ঞান) ঃ মায়বুজী, ছদরা, শামছে বাজেগাহ।

(ঙ) অংক ঃ খোলাছাতুল হেছাব, তাহরিরে আকলিদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরিহুল আফলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী (১)।

(চ) বালাগাত ঃ (ভাষাশৈলী) ঃ মুখতাসারুল মা'আনী, মোতাওয়াল।

(ছ) ফিকাহ ঃ শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখীরাইন) ও আউয়ালাইন।

(জ) উসুলে ফিকাহ ঃ নুরুল আনওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুছল্লামুছ ছবুত।

(ঝ) কালাম ঃ শরহে আকায়েদে নছফী, শরহে আকায়েদে জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মওয়াকেফ।

www.pathagar.com

(ঞ) তফসীর ঃ জালালাইন ও বয়জাবী।

(ট) হাদীস ঃ মেশকাত শরীফ।

দরসে নিজামিয়ার পরবর্তী সিলেবাস

(ক) ছরফ ঃ মিজান মুনশাইব, পাঞ্জে-গাঞ্জ, জুবদা, মোবতাদী, ছরফে মীর, ইলমুসিগা, ফছুলে আকবরী ও শাফিয়া।

(খ) নহু ঃ নহুমীর, মেয়াতে আমেল, শরহে মেয়াতে আমেল, হেদায়াতুন্নহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।

(গ) বালাগাত ঃ মোখতাছারুল মায়ানী কামেল ও মোতাওয়াল।

(ঘ) আদব ঃ (সাহিত্য) ঃ নাফহাতুল ইয়ামন, ছাবয়া মোয়াল্লাকা, দিওয়ানে মোতানাববী, মাকামাতে হারিরী ও হাম্মাসা।

(ঙ) ফিকাহ ঃ শারহে বেকায়া আউয়ালাইন ও হেদায়া আখিরাইন।

(চ) উসুলে ফিকাহ ঃ নুরুল আনওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ ও মুছল্লমুছ ছবুত।

(ছ) মানতেক ঃ (তর্ক শাস্ত্র) ঃ ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তালেআকউয়াল, মিজান মানতেক, তাহজীব, কুববা, মীরে কুতবী, মোল্লা হাছান, হামদুল্লাহ, কাজী মোবারক, মীর জাহেদ রেছালা, হাশিয়া, গোলাম ইয়াহিয়া, মোল্লা জালাল ও বাহারুল উলুম, শরহে মোছাল্লাম ইত্যাদি।

(জ) হিকমাহ ঃ (বিজ্ঞান) ঃ মাইবুজি, ছোদরা ও শামছে বাজেগাহ।

(ঝ) কালাম ঃ শরহে আকায়েদে নছফী, খায়ালী ও মীর জাহেদ উমুরে আম্মা।

(ঞ) রিয়াজী ঃ (অংক) ঃ তাহরিরে আকলিদাস, মকালায়ে উলা, খোলাছাতুল হেছাব, তাছরিহ শরহে তাশরিহ, শরহে চগমনী।

(ট) ফারায়েজ ঃ শারিফিয়া ও ছেরাজী।

(ঠ) মোনাজেরা ঃ মোনাজেরায়ে রশীদিয়া।

(ড) তাফসীর ঃ তাফসীরে জালালাইন ও বয়জাবী (সুরায়ে বাকারা পর্যন্ত)

(ঢ) হাদীস ঃ বুখারী শরীফ, মোছলেম, মুয়াত্তা, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাছাই ও ইবনে মাজা শরীফ।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মহিলা মাদ্রাসা গৃহ

(১) মসজিদ ভিত্তিক বালিকা মাদ্রাসা কেবলমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের জন্য হতে পারে। এমনকি বয়স কম হলেও বাড়ন্ত গড়নের কোন মেয়েকে মসজিদে পড়ানো উচিৎ নয়।

(২) মসজিদ সংলগ্ন কোন জায়গা নির্ধারিত করে উহাকে পুরোপুরি (পর্দা) ঘেরা করে নিতে হবে যাতে করে পর্দা কায়েম হয়। আবাসিক হলে প্রথমে ১০×৪০—৯০ হাত ঘর খড় অথবা টিন দ্বারা করা যেতে পারে।

(৩) অনাবাসিক হলে লোক চলাচলের বাইরে এবং মহিলারা পর্দা সহকারে আসতে পারে এমন জায়গায় মাদ্রাসা গৃহ থাকতে হবে।

(৪) যেখানে মক্তব আছে সে মক্তব গৃহকে প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলা মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের নিজান, নাহুমীর পর্যন্ত মসজিদে পাঠ দান সম্ভব। এরপর মক্তবে প্রত্যহ সকালে ছেলে-মেয়েদের তালীমের পরে বয়স্কাদের (যারা মসজিদে পূর্বোক্ত শিক্ষা গ্রহণের পর সাবালিকা হয়েছে) তাদেরকে মক্তব গৃহে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৫) কোন বাড়ীতে মুক্ত আবহাওয়ায়, পর্দা বেষ্টিত গৃহে অনাবাসিক ও বয়স্ক মহিলাদের তালীমকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তাতে অবশ্যই গৃহকর্ত্রী ও বাড়ীর সকল মালিকদের এমনকি পার্শ্ববর্তী বাড়ীওয়ালাদেরও সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থাকে মজলিশ হিসেবে নাম দেয়া যেতে পারে।

(৬) যে এলাকায় মাদ্রাসা বা মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হবে সে এলাকার পরিবেশ অবশ্যই ভাল হতে হবে এবং অন্ততঃ ব্যাপক সংখ্যক লোকের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

(৭) কোন বাড়ীতে বা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে মহিলা মাদ্রাসা বা মজলিশ কায়েম করতে হলে সেখানে শরয়ীপর্দার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাড়ীতে বা সংলগ্ন এলাকায় পায়খানা প্রস্রাবের পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে।

(৮) প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রকার টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা না করাই ভাল। লম্বা সাইজের নীচু কয়েকখানা (ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে) টুল বা বেঞ্চ কেতাবাদি রাখার জন্যে প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাও নীচে বসে পড়াবেন।

(৯) কিছু চাটাই বা পাটির প্রয়োজন হবে। এসব উপকরণ দান হিসেবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(১০) ছাত্রীর জন্যে ফ্রি কিতাবের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বই পুস্তক, ওড়না, বোরকাইত্যাদি উপহার হিসেবে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের দিতে পারলে ভাল হয়।

(১১) যদি শিক্ষিকা পাওয়া না যায় তবে শিক্ষক বা ওস্তাদ দ্বারা ভিন্ন কক্ষ থেকে পর্দার সাথে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়। এ জন্যে শিক্ষক বা ওস্তাদের বসার জন্য ছোট কক্ষ তৈরী করে নিতে হবে। চাটাই বা বেড়া দ্বারা স্বল্প খরচে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) আশে পাশে ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী পুকুর বা কমপক্ষে একটি পানির কল থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১৩) মাদ্রাসার খাতাপত্র ও মূল্যবান জিনিস পত্র রাখার জন্য ছোট একটা আলমারী প্রয়োজন।

(১৪) ছাত্রী হাজিরা, চাঁদার রসিদ (নম্বর ও সীলমোহর যুক্ত) সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য মাদ্রাসার নামে প্যাড থাকা জরুরী।

মাদ্রাসায় ছাত্রীদের আদব

(১) মসজিদ সংলগ্ন বালিকা মাদ্রাসায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে তাদের পিতা, ভাই কিংবা কোন অভিভাবক নিজে ভর্তি করিয়ে আসতে হবে।

(২) মহিলারা মহিলা (আবাসিক বা অনাবাসিক) মাদ্রাসায় পড়তে,

www.pathagar.com

তার পিতা, মাতা, ভাই, স্বামী বা বর্তমান যে কোন অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ভর্তি হতে হবে। মাদ্রাসা ছাত্রীর বাড়ী থেকে দূরে হলে আসা যাওয়ার সময় ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসরণ করতে হবে। মাদ্রাসা বা মজলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনুমতি নেয়া শরীয়ত সম্মত বিধান। বর্তমান সামাজিক ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য এটাও এক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ।

(৩) ছাত্রীরা শহর, বন্দর এলাকাতে অবশ্যই মহররম (চলাচলে) সংগে থাকতে হবে। অথবা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। একাকী চলাচল পরিহার করা উচিৎ।

(৪) ছাত্রী এবং বয়স্কা মহিলারা মাদ্রাসা বা মজলিশে আসা যাওয়ার সময় পূর্ণ শরীয়তী বোরকা পরিধান করে আসতে হবে। এতে কোন প্রকার আধুনিক ঠাকঠমকের প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। মাদ্রাসায় যে কোন প্রকারের প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৫) মহিলা ছাত্রীরা অবশ্যই শরীয়তি লম্বা জামা ও কামিজ পরতে হবে এবং গায়ে সর্বদা বড় ওড়না থাকতে হবে। সকল ছাত্রী একই রংয়ের কাপড় ব্যবহার করলে তা ইউনিফরম হয়ে যাবে। সম্ভব হলে পরিচালনা কমিটি চাকচিক্যহীন কোন রং নির্বাচন করে দিতে পারেন।

(৬) মাদরাসা বা মজলিশে আসা যাওয়ার সময় যথাসম্ভব প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে চলাচল করা উচিৎ নয়। গ্রাম এলাকায় কোন কারণে পুরুষ সামনে পড়লে রাস্তার একপার্শ্বে বিপরীত মুখী হয়ে দাঁড়াবেন। এবং পুরুষ পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

(৭) চলাচলের সময় রাস্তায় একে অপরের সংগে আলাপ করা অনুচিৎ।

(৮) বয়স্কা মহিলা যাদের শিশু সন্তান আছে তারা মজলিশে বা মাদ্রাসা আসার সময় বাড়ীতে সন্তানকে হেফাজতে রেখে আসবেন।

(৯) মাদ্রাসা অথবা মজলিশে পাঠ্যসূচীভুক্ত তালীম ছাড়া শিক্ষকের সাথে অন্যান্য প্রসংগে আলাপ আলোচনা বর্জন করবেন।

(১০) ওস্তাদ ও ছাত্রী হিসেবে সকল আদব কায়দা মেনে চলবেন।

(১১) মাদ্রাসা বা মজলিশকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

www.pathagar.com

মহিলা মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি

(১) মসজিদ ভিত্তিক হলে মসজিদ কমিটি উক্ত মাদ্রাসা পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে পারেন। অথবা প্রয়োজনে একটি পৃথক কমিটিও গঠন করতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী, মসজিদ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও ইমাম সাহেব এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

(২) যদি মসজিদ ভিত্তিক না হয় তবে গ্রাম পর্যায়ে হলে ইউনিয়ন বা উপজেলার, ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্যোক্তা হলে উপজেলার নেতৃস্থানীয়, প্রভাবশালী ধার্মিক ব্যক্তিদেরসহ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদদের সদস্য বা উপদেষ্টা হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উপদেষ্টা কমিটি

(ক) জেলা বা উপজেলা কর্মকর্তা প্রধান হবেন।

(খ) সদস্য ৩, ৫, ৭, ৯ (যে কোন বেজোড় সংখ্যা) জন।

মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি

(১) সভাপতি—১ জন দ্বীনদার, প্রভাবশালী, অর্থশালী ব্যক্তি।

(২) সহ-সভাপতি—৩, ৫, ৭, (বেজোড় সংখ্যা)—ঐ

(৩) সম্পাদক—১ জন (আলিম, যিনি নামাজ রোজা কাজা করেন না, হক্কানী, বিত্তবান ও আমানতদার ব্যক্তি) তিনি মাদ্রাসার পুরুষ পরিচালক হবেন।

(৪) সহ-সম্পাদক—৩ জন

(৫) কোষাধ্যক্ষ—১ জন (খাঁটী আমানতদার, যিনি নামাজ কাজা করেন না, শিক্ষিত আলিম হলে ভাল হয়) তিনি চাঁদা আদায়কারী উপ-কমিটির সভাপতি হবেন।

(৬) ওয়াজ সম্পাদক ১ জন (তিনি হক্কানী আলিম, ওয়ায়েজ ও পরহেজগার হবেন, দ্বীনের প্রচার কাজে উৎসর্গীকৃত মানসিকতা সম্পন্ন হলে ভাল। তিনি ওয়াজ কমিটির সভাপতি হবেন)।

www.pathagar.com

(৭) মহিলা সদস্যা—প্রয়োজন অনুসারে।

এ ছাড়াও উপজেলা কর্মকর্তা, জিলা কর্মকর্তা বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিম, পীর, শিক্ষাবিদ, নেতৃস্থানীয় ও দানশীল ব্যক্তিগণকেও সদস্যভুক্ত করা যেতে পারে।

বাজেট পরিকল্পনা (নমুনা)

মহিলা মাদ্রাসার আয়-ব্যয়ের একটি সুস্পষ্ট বাজেট থাকবে। দু'টো পৃথক তহবিল থাকবে। একটি চাঁদার এবং অপরটি অন্যান্য আয় ব্যয়ের তহবিল। যেমন.....সনের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত নমুনা নিম্নে দেয়া হলো :

আয় :

চাঁদা ফান্ডের জমা	৫০,০০০/- টাকা
ছদকা ফান্ডের জমা	২০,০০০/- ,,
কর্জ ,, ,,	১০,০০০/- ,,
	৮০,০০০/- টাকা।

ব্যয় (ছদকা)

মিসকিন ছাত্রীদের জন্য	১০,০০০/-
যাতায়াত	৫০০/-
বাইরের মিসকিন	২,৫০০/-
উসুলী খরচ	১,০০০/-
গরীব লিল্লাহ বোর্ডিং খরচ	৬,০০০/-
	২০,০০০/-

ব্যয়—(চাঁদাফান্ড)

শিক্ষক শিক্ষিকার বেতন	১০,০০০/-
জমি খরিদ	১০,০০০/-
আসবাব পত্র	৫,০০০/-
ঘরভাড়া	১,০০০/-
ঘর তৈরী	২০,০০০/-
উসুলী	৫,০০০/-
মেহমানদারী	২,০০০/-
বই খাতা	২,০০০/-
কুতুবখানা	৫,০০০/-
	৬০,০০০/-

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (নমুনা)

(১)	১০×১০০ একখানা পাকা ঘর নির্মাণ	২ লক্ষ টাকা
(২)	আসবাব পত্র	২০,০০০/- টাকা
(৩)	জমি খরিদ	২০,০০০/- ,,
(৪)	পুকুর খনন	৫,০০০/- ,,
(৫)	কুটির শিল্প উন্নয়ন	১০,০০০/- ,,
	ইত্যাদি।	

কমিটির পক্ষে—

মাদ্রাসার চাঁদা আদায় উপ-কমিটি

মাদ্রাসার একটি শক্তিশালী চাঁদা আদায় কমিটি থাকবে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে "চাঁদা আদায় কমিটির" সভাপতি বা চেয়ারম্যান হবে।

কমিটি ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, এ ধরনের যত উপরে হোক বেজোড় সংখ্যক সদস্য হবেন। সীলমোহর নম্বর যুক্ত ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি, চাঁদা কমিটির সভাপতি এবং আদায়কারীর স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ বই থাকিবে। আদায়কারীকে শতকরা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশ্রমিক প্রদান করা যেতে পারে। বিনা পরিশ্রমিকে হলেতো আদায়কারী অসীম ছওয়াবের ভাগী হবেন।

কমিটির মাধ্যমে সীল মোহরযুক্ত প্যাডে শিক্ষা বিভাগ, ধর্ম বিভাগ, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দেশে বিদেশেও আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

চাঁদা আদায়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে। চাঁদার আয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন গৃহাদি নির্মাণ, বই খরচ ইত্যাদি আর ছদকা ফান্ডের পৃথক হিসাব থেকে গরীব মিসকিনদের জন্য খরচ হবে।

ওয়াজ/উদ্বুদ্ধকরণ কমিটি

বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ, মহিলা মাদ্রাসা ও মজলিশ কায়েম করার জন্য ও চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করার জন্য বাড়ী, পাড়া, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ওয়াজ করবেন। সুতরাং অঞ্চল বা জেলা পর্যায়ে এ শিক্ষাকে

www.pathagar.com

জোরদার করা এবং অতীতের ভুল ত্রুটি তুলে ধরে মহিলা মাদ্রাসা ও মজলিশ করার আহ্বান জানাবেন।

মহিলা ওয়াজ কমিটি ঃ

(১) সভাপতি একজন (পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি)

(২) সদস্য+সদস্যা ৩, ৫, ৭, ৯ (বেজোড় উপরে যত সম্ভব)

মহিলা ওয়ায়েজ কেবল মহিলাদের উদ্দেশ্যেই ওয়াজ করবেন।

মাদ্রাসা পরিচালক

বর্তমান অবস্থায় বালিকা বা মহিলা মাদ্রাসা কিংবা মজলিশের পরিচালক পুরুষ হওয়াই ভাল। পরিচালক কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করবেন। মূলতঃ তিনি মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক এবং যাবতীয় কার্যাবলী তাঁর দ্বারা সুসম্পন্ন হবে।

তবে মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যাদি অবশ্যই অধ্যক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

মাদ্রাসা পরিচালকের মহররম কোন দ্বীনি আরবী শিক্ষিতা অধ্যক্ষা হলে উত্তম।

মাদ্রাসা পরিচালক একজন বিচক্ষণ, হুশিয়ার ও হক্কানী আলিম হতে হবে। তিনি বাংলা ও আরবী উভয় পর্যায়ের শিক্ষিত হলে ভাল হয়।

তিনি কমিটি ছাড়াও পড়া-লেখার মান, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা, সুবিধা-অসুবিধা দেখা এবং শরীয়ত মুতাবিক মাদ্রাসা বা মজলিশ পরিচালনার জন্য একটি মজলিশ-ই-শূরা গঠন করবেন। এতে ৫, ৭, ৯ জন মুহাক্কিক, হক্কানী বিশিষ্ট আলিম দ্বারা উক্ত মজলিশ কায়েম করবেন।

তাঁর আচার-ব্যবহার, আখলাক ও তাকওয়া সর্বজন স্বীকৃত হতে হবে। তিনি আমানতদার ও নির্লোভ হতে হবে। তিনি মজলিশ ই শূরার মতামত অনুসারে মাদ্রাসা পরিচালনা করবেন।

মাদ্রাসা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচী তিনি সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবেন।

www.pathagar.com

তিনি চাঁদা কমিটি, ওয়াজ কমিটিকে পরামর্শ দিবেন।

পরিচালক মহিলাদের ওয়াজ মজলিশ কায়েম এবং তাবলীগি গাশ্‌তের কাজে সহযোগীতা করবেন।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষা বা প্রধান

তালীম প্রধান বা অধ্যক্ষা মাদ্রাসার একমাত্র আভ্যন্তরীন জিম্মাদার। তিনি কমিটির নির্দেশ মুতাবেক প্রশাসন চালাবেন। কোন ভাবেই কোন পুরুষের উপর তালীম প্রধানের দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

অধ্যক্ষা শিক্ষা সম্পর্কীয় যাবতীয় পদক্ষেপে মজলিশ ই-শুরার মতামত অনুসারে চলবেন।

বালিকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষার বাংলা ভাষায় এস, এস, সি, পর্যায়ের ও আরবী হাদিস শরীফ পাঠের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। পুংলিং মহিলা মাদ্রাসার জন্য বি, এ; এইচ, এস, সি এবং কামিল বা হাদিস শরীফ পাশ করা মহিলা অধ্যক্ষা নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। মজলিশ অধ্যক্ষার আরবী শিক্ষা ও বাংলাতে ৫ম শ্রেণী সহ সহিশুদ্ধ কিরআত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ সম্পর্কীয় মাসলা মাসায়েলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তিনি সতর্কবাধ্বী হবেন এবং কঠোর পর্দা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। তাঁকে হতে হবে নামাজী এবং বিবাহিতা।

যেহেতু মাদ্রাসার সকল জিম্মা তাঁর উপর সেহেতু তিনি হবেন খুবই সতর্ক ও সজাগ মহিলা।

অধ্যক্ষা মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থা পুরাপুরি কার্যকর হচ্ছে কিনা ইত্যাদি শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্যাবলীর খবরদারী করবেন।

তিনি সকল কার্যাবলী পরিচালনার সুবিধার্থে একটি নির্ধারিত সময়সূচী তৈরী করে রাখবেন এবং সে মুতাবেক বাস্তবায়ন করবেন।

তিনি ওয়াজ ও মজলিশে যোগদান করবেন এবং মহিলাদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রতি তাগিদ প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

তাঁর তৎপরতা ও কার্যাবলীর উপর কমিটি ও শূরা পরবর্তী ও অগ্রগামী কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন।

অধ্যক্ষা নিজে এবং মাদ্রাসাকে ফিৎনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার সকল পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। মনে রাখতে হবে বালিকা ও মহিলা মাদ্রাসা বা মজলিশ ফিৎনার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন। সুতরাং শরীয়তের সকল বিধান এক্ষেত্রে মেনে চলতেই হবে।

মহিলা পাঠাগার/কুতুবখানা

মহিলা মাদ্রাসার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও কেতাবাদি ওয়াকফ করে একটি কুতুবখানা থাকবে। সেখান থেকে সম্ভব হলে ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য কিতাবাদি প্রদান করা যেতে পারে। তারা বছর শেষে ঐ কিতাবাদি কুতুবখানায় ফেরত দেবে।

পাঠাগার ইসলামী বই-পুস্তক, জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বই সংগ্রহ করে রাখা যায়। ছাত্রী ও শিক্ষিকাগণ এখানে বসে পড়াশোনা করবেন।

পাঠাগার ও কুতুব খানার ভিন্ন ভিন্ন রেজিষ্টার থাকবে।

সর্বমোট কিতাব ও পুস্তকাদির নাম, সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর সহ অপর একটি রেজিষ্টার থাকবে।

কিতাব পুস্তকাদি স্থানীয় ও দেশীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ থেকে অনুদান ও কুতুবখানার জন্য ওয়াকফ হিসেবে চাওয়া যেতে পারে।

আবার কিছু কিছু দেশী-বিদেশী সংস্থা আছে যাদের কাছে বই-পুস্তক ও কেতাবাদি মাদ্রাসার পাঠাগার ও কুতুবখানার জন্য অনুদান হিসেবে চাওয়া যেতে পারে।

নিম্নে কিছু ঠিকানা দেয়া হল ঃ

এগুলোতে যোগাযোগ করে বই পুস্তক ও কেতাবাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

ঠিকানা :

(১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ২২, তোপখানা রোড, ঢাকা।

(২) ,, ,, চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ, আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম।

(৩) ,, ,, রাজশাহী করিম সুপার মার্কেট, সাহেববাজার, রাজশাহী।

(৪) ,, ,, খুলনা খান জাহান আলী রোড, খুলনা।

(৫) ,, ,, ময়মনসিংহ ৫৯, বড়বাজার, (২য় তলা) ময়মনসিংহ।

(৬) ,, ,, সিলেট খাজাঞ্চী বাড়ী, সিলেট।

(৭) ,, ,, কুমিল্লা রানীর দিঘীর উত্তর পাড়, কুমিল্লা।

(৮) ,, ,, নোয়াখালী বার এ্যাসোসিয়েশন ভবন, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

(৯) ,, ,, ফরিদপুর শাহ ফরিদ মাদ্রাসা ভবন, কোর্ট, ফরিদপুর।

(১০) ,, ,, জামালপুর ষ্টেশন রোড, জামালপুর।

(১১) ,, ,, টাংগাইল ভিক্টোরিয়া রোড, বড়পুকুর পাড়, টাঙ্গাইল।

(১২) ,, ,, পার্বত্য চট্টগ্রাম রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

(১৩) ,, ,, পাবনা মাদ্রাসা ভবন, পাবনা।

(১৪) ,, ,, বগুড়া

(১৫) ,, ,, দিনাজপুর মুন্সীপাড়া রোড, দিনাজপুর।

(১৬) ,, ,, রংপুর সিন্ট্রালরোড, রংপুর।

(১৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্র বীনা মনজিল, যশোর। যশোর

(১৮) ,, ,, ,, বরিশাল হেমায়েত উদ্দিন রোড।

(১৯) ,, ,, ,, কুষ্টিয়া স্যার ইকবাল রোড, ১৩, কে, এন, মজুমদার লেন।

(২০) ,, ,, ,, পটুয়াখালী লতিফ স্কুল রোড, পটুয়াখালী।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী

(এস, এস, সি সহ দাওরা হাদিস/ফাযিল)

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী এবং আরবী দাওরা হাদিস শরীফ সহ ১১ বার্ষিক কোর্সে এস, এস, সি পাশ করার কোর্সও সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যম বা মিডিয়াম হবে বাংলা। এই প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী চূড়ান্ত কিছু নয়। প্রয়োজনে এতে সংশোধন, সংযোজন, কোর্স বাড়ানো কমানো যেতে পারে। বাংলা, ইংরেজী, অংক ইত্যাদি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসই অনুসরণ করতে হবে।

১ম শ্রেণী :

কায়দা, মশকে কিরাআত ও দোয়ায়ে মাছনুন,

আরবী তাহরীর, বাংলা, ইংরেজী এবং অংক।

২য় শ্রেণী :

রাহেনাজাত ও তাহরীর আনোয়ারুল আদব (১ম খন্ড থেকে) তালীমুল ইসলাম (১ম ও ২য় খন্ড), কুরআন শরীফ, বাংলা, ইংরেজী, অংক ও মশকে কিরাআত, দোয়ায়ে মাছনুন এবং তালীমে নামাজ।

৩য় শ্রেণী :

কুরআন শরীফ, বেহেশতী জেওর (২য় খন্ড), তালীমুল ইসলাম (২য় খন্ড), বাংলা, ইংরেজী, অংক এবং তাহরীর আনোয়ারুল আদব (২য় খন্ড থেকে)।

৪র্থ শ্রেণী :

মিজান, বেহেশতী জেওর (৩য় ও ৪র্থ খন্ড), পাঞ্জে গাঞ্জ, যুবদা ও মুনশাইব সহ; বাংলা, ইংরেজী, অংক এবং নোহজাতুল কারী এবং মশকে কিরাআত।

৫ম শ্রেণী :

পাঞ্জেগাঞ্জ, বাংলা নাহুমীর, বেহেশতী জেওর (১ম খন্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড) ও মুকীদুততালেবীন, জামালুল কুরআন, মশকে কিরআত, হেকায়াতে সাহাবা, বাংলা, ইংরেজী এবং অংক।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ শ্রেণী ঃ

হেদায়েতুন নহ্‌, নূরুল ইজা, বাংলা ইলমুছ ছীগাহ, বেহেশতী জেওর (৭ম-৮ম খন্ড) রওজুর রেয়াহীন ও তাহরীর, বাংলা, ইংরেজী এবং অংক।

৭ম শ্রেণী ঃ

শরহে বেকায়া (১ম খন্ড), তরজমা-ই-কুরআন শরীফ (১ম খন্ড), নূরুল আনোয়ার কিতাবুল্লাহ, দিওয়ান আলী (রাঃ), বাংলা, ইংরেজী, এবং অংক।

৮ম শ্রেণী ঃ

তরজমা-ই-কুরআন শরীফ (২য় খন্ড শেষ ১৫ পারা) নূরুল আনোয়ার বাহ্‌ছে সুন্নতই-ইজমা, ও কেয়াছ, বাংলা শরহে বেকায়া (জিলদে ছানী), কাফিয়া, বাংলা, ইংরেজী ও অংক।

৯ম শ্রেণী ঃ

জালালাইন শরীফ (নেছফে আউয়াল), মেশকাত শরীফ, (জিলদে আউয়াল মকদ্দমা সহ) মেশকাত শরীফ (নিছফেছানী নোখবাতুল ফিকির সহ), তফসীরে জালালাইন শরীফ (নিছফে ছানী), বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান (সহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী তিন ঘন্টার মধ্যে সপ্তাহে ২/৩ দিন করে পড়াতে হবে)।

১০ বছর ঃ

বুখারী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তিরমিজী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, মোছলেম শরীফ, নেছায়ী শরীফ, এবং শেমায়লে তিরমিজী মোয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ।

১০ বছর ঃ

শেষ বা ৭ ঘন্টায় বোর্ড পাঠ্যসূচী আলোচনা ও বাংলা, ইংরেজী অংক ইত্যাদি মুখস্ত করন।

১১শ বছর ও ১০ম শ্রেণী ঃ

১০ম শ্রেণীর পূর্ণ কোর্স এক বছর পড়তে হবে এবং বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা। ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বোর্ডে নাম রেজীষ্ট্রীভূক্ত করতে হয়।

www.pathagar.com

বয়স্কাদের মজলিশে তালীমের পাঠ্যসূচী

১ম ছবক ঃ

(১) কালেমা-ই-তাইয়্যিবা, কালেমা-ই-শাহাদাৎ ও ঈমানে মোফাসসাল-এর শুদ্ধ উচ্চারণ সহ সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শিখন।

(২) সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ফীল হতে সূরায়ে নাস পর্যন্ত সূরাগুলো বিশুদ্ধভাবে পড়া।

(৩) নামাজের দোয়া সমূহ, তরতীব ঃ যেমন প্রথমে ওয়াজিবাত, অতঃপর মছনুনাত ও শেষে মোস্তাহাববাত শুদ্ধ করানো।

(৪) নামাজ সম্পর্কীয় মাসায়েল।

(৫) সংসার জীবনের অতি আবশ্যকীয় কয়েকখানা মসনুন দোয়া মুখস্থ করানো এবং ঐগুলোর ব্যবহার শিক্ষা দেয়া।

(৬) ফাজায়েলে আয়াতসমূহঃ (ক) সূরা বাকারার শেষ রুকু।
(খ) আয়াতুল কুরসী (গ) "হুয়াল্লাহুল্লাজী" শেষ পর্যন্ত (সূরা হাশর) (ঘ) সূরায়ে মুলক

(৭) নিজে ও নিজ ছেলেদের তাবজীগী উছুল শিক্ষা দেয়া। মহিলাদের দ্বীনের দাওয়াতের তরিকা পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া।

২য় ছবক ঃ

১। মেয়েদের নামাজের বাস্তব নমুনা সহ হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া।

২। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে ঃ

(ক) অজু (খ) তায়াম্মুম (গ) মাইয়্যিতের গোসল (ঘ) মাইয়্যিতের কাফন পরানো ইত্যাদ।

৩। মহিলাদের ঘোমটার তরতীবে শাড়ী অথবা ওড়না পরার নিয়ম হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে।

৩য় ছবক ঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর পরিচালক ও পরিচালিকা বা মোয়াল্লিমাগণ

www.pathagar.com

ওয়াজ করবেন এবং মহিলাদেরকেও ওয়াজ করার পদ্ধতি শেখাবেন, ওয়াজ করার প্রশিক্ষণ দেবেন ঃ

(১) ইসলামের আমল সমূহে নারী পুরুষের দায়িত্ব।

(২) পুরস্কার ও শাস্তির বর্ণনা।

(৩) আল্লাহ্‌তা'আলার প্রশংসা ও ক্ষমতা বর্ণনা।

(৪) হুযুর পাক (সঃ)-এর পরিচিতি, তাঁর মেহনত ও মহব্বত সম্পর্কে আলোচনা।

(৫) হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা।

(৬) মহিয়সী মহিলাদের জীবনী আলোচনা।

৪র্থ ছবক ঃ

নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পাঠ করে শোনানো এবং শোনার তালীম দেয়া যেতে পারে ঃ—

(১) ফাজায়েলে (ফজিলত) নামাজ

(২) ,, ,, দরুদ শরীফ

(৩) ,, ,, রোজা

(৪) ,, ,, কুরআন শরীফ

(৫) ,, ,, সাদাকাত (২য় খণ্ড)

(৬) ,, ,, হজ্জ

(৭) ,, ,, যিকির

(৮) হেকায়াতে সাহাবা

(৯) নারী—মাওলানা আবদুর রহীম

(১০) ইসলামের দৃষ্টিতে নারী—মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

(১১) মরনের আগে ও পরে—ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বাংলা অনুবাদ।

(১২) বেহেশতী জেওর—মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)।

(১৩) বুখারী শরীফ—বাংলা অনুবাদ।

(১৪) মা'রেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)।

(১৫) পর্দা ও ইসলাম—মাওলানা আবুল আলা মওদুদী।

www.pathagar.com

আদর্শ জননী হতে হলে

আদর্শ জননী হতে হলে আমাদের নারী জাতির মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ-গুলো থাকা উচিৎ। এই গুণগুলো আমাদের সমাজকে সকল প্রকার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায় ঃ

(১) নারী জাতির আদর্শ হওয়া উচিৎ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী ও তার প্রেরিত কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে পবিত্র "ইলম" ও "আমলের" চর্চা করা।

(২) ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত—পঞ্চ স্তম্ভের পরিচিতি ও আমল কায়েম করা।

(৩) সকলে আদর্শ জননী (মা) হবার প্রচেষ্টা নেয়া উচিৎ। আমাদের মনে রাখতে হবে আদর্শ সন্তানই হবে আদর্শ শাসক ও সেবক। আদর্শ গৃহবধূ-আদর্শ সন্তান তৈরীর কারখানা।

(৪) জননীকুল নারী জাতির মাঝে দ্বীন ইসলামের পবিত্র "ইলম' ও 'আমল' শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়া এবং এর সহজ প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(৫) আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ পারিবারিক সকল প্রকার অশান্তি ও কলহের নিমাংসায় একে অপরকে সহযোগিতা ও সৎ উপদেশ প্রদান করা এবং দ্বীনের পথে আহবান করে অপরকে ধৈর্যশীল করে গড়ে তোলা।

(৬) ইহ-পরকালের পথকে সুপ্রশস্ত করার লক্ষ্যে দ্বীনি পথ, সত্য ও শান্তির পথ আঁকড়ে ধরা।

(৭) আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ নারীদের ভূমিকাকে অধিকতর কার্য-করী করার লক্ষ্যে সার্থক ও সুন্দর ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন করা।

(৮) প্রত্যেক নারীকে নারীর অধিকার ও কর্তব্য (দায়িত্ব) সম্পর্কে সচে-তন করে তোলা।

(৯) আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ জননীর সন্তানদের জন্য আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ রচনায় সহায়তা করা।

(১০) আমাদের জননীকুল নারীজাতির আদর্শ হওয়া উচিৎ সকল প্রকার কুসংস্কার ও অনৈসলামিক আচার-আচরণ দূর করার লক্ষ্যে নারীদেরকে রসুল (সঃ)-এর সংগ্রামী ও বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

www.pathagar.com

(১১) আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ সমাজ সেবার লক্ষ্যে নারী সমাজকে অধিক উৎসাহী করে তোলা। বিশেষ করে কুটির শিল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ, পাক প্রণালী, হাঁস-মুরগীর খামার গড়া, ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, টাইপ শিক্ষা, শিক্ষকতা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করা।

(১২) সর্বত্র আবাসিক, অনাবাসিক বালিকা মহিলা মাদ্রাসা ও মহিলা মজলিশ কায়েম করতে সচেষ্ট হওয়া।

আদর্শ জননীর কাজ

উপরোক্ত আদর্শের অনুসরণ করা হলে আমাদের নারী একটি সুনির্ধারিত ও সুশৃংখল জীবন যাপনে সক্ষম হবেন ইনশা আল্লাহ। উপরোক্ত ইলম ও আমলের বদৌলতে তাঁরা নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো হাসিল করতে সক্ষম হবেন ঃ

(১) অত্যাধুনিক নগ্নতা, অশ্লীলতা ও উশৃংখলতা রোধ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে যথার্থ অর্থে পর্দা প্রথা চালু করা। কারণ আবরু হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য ও ভূষণ। পর্দাকে ঘরে ঘরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(২) সর্বত্র বালিকা ও মহিলা মাদ্রাসা এবং মহিলা মজলিশ কায়েম করা। মহিলা মাদ্রাসা সম্ভব না হলে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করতঃ বাংলায় অনূদিত ইসলামী কিতাবাদির পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

(৩) ধর্মীয় চেতনা নিয়ে সুষ্ঠু ইসলামী লেখিকা বাহিনী গঠন করা এবং মহিলা দৈনিক পত্রিকা চালু করার ক্ষেত্র তৈরী করা।

(৪) পৃথক ইসলামী মহিলা পাঠাগার চালু করা।

(৫) মহিলাদের জন্য পৃথক কর্মসংস্থান গড়ে তোলা।

(৬) মহিলাদের পৃথক স্কুল, কলেজ, মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবেশ গড়ে তোলা।

(৭) প্রতিটি বাড়ীতে কুটির শিল্প ও হাঁস মুরগীর খামার গড়ে তোলা, এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও সরকারী সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনে কামিয়াব করুন। আমীন!!

ই. ফা. বা./৮৭-৮৮/এ ৫০৭০/৩২৫০

www.pathagar.com